নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৮ বৈশাখ – ২৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ ঃ ০২ মে – ০৮ মে, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 27, 02 May - 08 May 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটের দুদিন আগে থেকে বাইক নিষিদ্ধ করাক কমিশনের

নির্দেশে যুক্তিগ্রাহ্য বদল আনলো কলকাতা হাইকোর্ট। বাইক মিছিলকে নিষিদ্ধ করে জরুরি কাজে বেরোতে বাইক চলাচলে সাধারণ মানুষকে ছাড় দিল হাইকোর্ট।

রবিবার : ভোটের আর বাকি ৪ দিন। রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায়

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া ও পূর্ব বর্ধমানে যৌথ তল্লাশি চালালো ইডি ও আয়কর দপ্তর। হাবড়ার সুভাষ রোড ও জয়গাছির নেতাজি রোড এবং পূর্ব বর্ধমানের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি, অফিস ও চালকলে চলে তল্লাশি।

সোমবার : ভোটের ৩ দিন আগে ভাঙ্গড়ে উদ্ধার হল শতাধিক বোমা।

ডায়মন্ড হারবারে বাইক বাহিনীর ভয় দেখানোর ভিডিও প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা করে কমিশন এই তদন্তে নিয়োগ করলো এনআইএ।

মঙ্গলবার : ব্রিটেনের পর এবার নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য

চুক্তি সই করলো ভারত। এই চুক্তিতে ১৫ বছরের জন্য ২০০০ কোটি ডলারের লগ্নি নিশ্চিত হয়েছে বলে দাবী বিশেষজ্ঞদের। বাণিজ্য মন্ত্রী পীযুষ গয়াল দাবী করেছেন ৩ বছরে সই ৭ টি বাণিজ্য চুক্তি।

বুধবার : আপিল ট্রাইবুনালে যাওয়া ২৭ লক্ষ বিচারাধীন

ভোটারের মধ্যে প্রথম দফা ভোটের আগে ভোটের ছাড়পত্র পেয়েছিল ১৩৯ জন। এবার দ্বিতীয় দফার আগে মঞ্জুর হল ১৪৬৮ জনের আবেদন। এরা ২৯ তারিখ ভোট দিতে পারবেন। এদের তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার: স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কোনো বিশুদ্ধ নির্বাচনে

৯২ শতাংশের উপর ভোট দিয়ে ভোটদানে সর্বকালীন রেকর্ড করলো পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা। ২০২৬ এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল বোমা, গুলি, মৃত্যু ছাড়া।

শুক্রবার: ভোট মিটতেই মূল্যবৃদ্ধি ছোবল মারলো বাণিজ্যিক

রান্নার গ্যাস ও অটো এলপিজিতে। ১ মে থেকে বাণিজ্যিক গ্যাস ৯৯৪ টাকা বেড়ে হল ৩২০২ টাকা আর অটো এলপিজি ৬ টাকা ৪৪ পয়সা বেড়ে হল ৮৯ টাকা ৪০ পয়সা। বাড়বে ফার্স্ট ফুড ও অটো ভাড়া।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ইতিহাস গড়লো জ্ঞানেশ–মনোজ জুটি

সাফল্যের পূর্ণতা সুষ্ঠ গণনায়

ওঙ্কার মিত্র

সকাল ৭টার আগে থেকে এবার ভোটের লাইনে যারা ধীরে ধীরে জড় হয়েছেন তাদের চোখে মুখে এক অভূতপূর্ব সংকল্প ও বিশ্বাসের ঝলকানি স্পষ্ট। দু–তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতেও তাদের কষ্ট নেই। বাংলার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত এক্ষেত্রে একে অপরকে টেক্কা দিয়েছে। এই মানসিকতাই বাংলার নির্বাচনে গড়ে দিল ইতিহাস, শতাংশের হিসাবে স্বাধীনতার পর ভোটদানের রেকর্ড। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়লো ৯২.৪৭ শতাংশ। এসআইআর–এ বহু নাম বাদ যাওয়ার পরেও ভোট গ্রহণ চলেছে ১২–১৪–১৫ ঘণ্টা ধরে। ধর্ম–বর্ণ, জাত–পাত, ধনী–গরিব নির্বিশেষে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবার উদ্দীপনা পিছনে ফেলেছে অতীতের সমস্ত নির্বাচনকে। দুরদূরান্ত থেকে বিপুল খরচা করে বাড়ি ফিরে এসেছেন শুধু ভোট দেবেন বলে। অসুস্থ, প্রতিবন্ধী যারা কোনোদিন বুথ মুখো হননি, তারাও লাইনে দাঁড়িয়েছেন হুইল চেয়ার, লাঠি, ওয়াকারে ভর দিয়ে। সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ও সিইও মনোজ আগরওয়ালের নেতৃত্বে নির্ভয়ে ভোট দেবার ব্যবস্থা করে যারা

এই ইতিহাস রচনার খাতা–বই, পেন–পেন্সিল জুগিয়ে দিল তারা হল ভারতের নির্বাচন কমিশনের যোগ্য একটা টিম। এদের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলার ভোট হয়ে উঠল প্রকৃত গণতন্ত্রের উৎসব। রাজনৈতিক সচেতনতায় ১৯৭২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় যত নির্বাচন হয়েছে তার সাক্ষী থেকে এবার স্বীকার করতেই হচ্ছে এই প্রথম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ফুল সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত হল বাংলায়। আর এর জন্য কৃতিত্ব দিতেই হবে কমিশনের দুই প্রান্তের নেতা জ্ঞানেশ–মনোজ যুগলবন্দীকে।

এবারের ভোটের হারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে বলছেন 'এ হার বাংলাকে নাহি সাজে'। ভোট দেওয়ার এ হার নাকি এসআইআর–এ নাম বাদ যাওয়ার ফল। তাহলে ২০০২–এ এসআইআর–এর পর ২০০৪–এর লোকসভা নির্বাচনে ভোটের হার ৭৮.০৪ এবং ২০০৬–এর বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে ৮২.৫৮ কেন? কেন তা ৯০–এর গণ্ডী পার করল না? উত্তর নেই। উত্তর থাকবার কথাও নয়। কারণ ২০২৬–এর মত বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোট এর আগে বাংলায় হয়নি বললেই চলে। তাই এই নির্বাচনের হারকে বিশ্লেষণ করা যথেষ্ট কঠিন। বাংলায় পরিবর্তনের নির্বাচনগুলোর দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার করে ধরা দেবে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১–এর মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক ডামাডোলে ৩টে বিধানসভা ও ২টো লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনোটিতেই ভোটের হার ৬৭ শতাংশ ছোঁয়নি। ১৯৭২–এর নির্বাচনে এল পরিবর্তন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এল কংগ্রেস। ভোট দিল মাত্র ৬০.৮২ শতাংশ ভোটার। ইতিহাসে এই নির্বাচন কলঙ্কিত হল ব্যাপক রিগিং–এর কালিতে। সে দাগ আজও ওঠেনি। আবার ১৯৭৭–এ এল বিরাট পরিবর্তন। মাত্র ৫৬.১৫ শতাংশ ভোটারের অংশগ্রহণে ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট। ৩৪ বছর পর ২০১১ সালে অপশাসনে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলার ভোটার ঘুরে দাঁড়ালো। ৮৪.৭২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়ে পরিবর্তন আনলো। জাঁকিয়ে বসা বামেদের বিদায় দিয়ে এল কংগ্রেসেরই বিচ্ছিন্ন অংশ তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলায় অনুষ্ঠিত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে এটাই ছিল ভোটদানের সর্বোচ্চ হার। মনে রাখতে হবে এই সবকটি নির্বাচন হল আমিষ অর্থাৎ খুন, জখম, ছাপ্পা ভোট, বুথ জ্যাম, বোমা–গুলিতে বিদীর্ণ। এ পর্যন্ত রক্তপাতহীন এমন নির্বাচন বাংলায় হয়নি বললেও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। অতএব কম বেশি সবরকম ভোটের হারেই ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে বাংলায়। কিন্তু ভোট পুরোপুরি বিশুদ্ধ না হওয়ায় কোনও শাসক দলের শক্তিকেই এ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ মাপা সম্ভব হয়নি।

এরপর দুয়ের পাতায়

টার্গেট স্ট্রংরুম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট মিটতেই ৩০ তারিখ রাত থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন স্ট্রং রুমের সামনে ক্ষোভ বিক্ষোভের পালা। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিকালে এক ভিডিও ভাষণে ইভিএম পাহারা দেওয়ার পরামর্শ দিতেই রাতে শুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের এক ভিডিও দেখিয়ে শুরু হয় তৃণমূলের

বিক্ষোভ। পৌঁছে যান দুই প্রার্থী। সাখাওয়াত স্কুলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ কাটান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল–কমিশনের মধ্যে অবিশ্বাসের এই বাতাস কলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়ে জেলাতেও।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুলের স্ট্রং রুমের সামনে ১ মে সকাল ১১টা নাগাদ বাধে ধুন্ধুমার কাণ্ড। পুলিশি মদতের অভিযোগে শুরু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ যা নিয়ে রীতিমতো এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এগরা থানার আইসি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে পটাশপুরের তৃণমূল প্রার্থী পীযুষ পন্ডা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এই খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এগরার মহকুমা শাসক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল।পটাশপুরের তৃণমূল প্রার্থী পীযুষকান্তি পন্ডার অভিযোগ, এগরা থানার আইসি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পটাশপুরের বিজেপি প্রার্থী তপন মাইতিকে স্ট্রং রুমের ভেতরে নিয়ে যায়। তাঁর দাবি নিয়মের বাইরে গিয়ে একটা দলের প্রার্থীর প্রতি পুলিশের এই 'বিশেষ আনুকূল্য' নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূলের কয়েকশ কর্মী সমর্থক এগরা থানার আইসিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। আইসির অপসারণের দাবি তুলে স্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে স্ট্রং রুম চত্তর।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন এগরার মহকুমা শাসক মঞ্জিত যাদব। তবে উত্তেজনা না কমায় মাঠে নেমে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এই পরিস্থিতির পর বর্তমানে ওই এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে পদ্ম

মমতার দাবি তৃণমূলই ফিরবে

কুনাল মালিক

২৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। আগামী ৪ মে ফল প্রকাশিত হবে। নির্বাচনের পরই বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'টুডে চাণক্য' সংস্থা যে বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া সুনামি হতে চলেছে। এই সমীক্ষক সংস্থা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলেই অনেকে মনে করেন। তাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে বাংলায় সর্বাধিক ২০৩ আসন পেয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে।

এরপর দুয়ের পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পদ্মফুল ফুটবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০৮ সাল থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল শক্ত দুর্গ তৈরি করে। দিন যত গড়িয়েছে একদা লাল দুর্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল ততই তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৩১টি বিধানসভা মধ্যে শুধুমাত্র ভাঙড়ে আইএসএফ জয়ী হয়েছিল। যেখানকার বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বাকি ৩০ টি বিধানসভাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়ী হয়। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের নিরিখে জেলার ৩১টি বিধানসভায় তৃণমূলের দখলে যায়। সম্প্রতি যে বিধানসভা নির্বাচন দ্বিতীয় দফায় সম্পন্ন হল এই জেলায় সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৯২.৯৩% ভোট পড়েছে। ভোটের দিন সে অর্থে বড় কোন সংঘর্ষ বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ডায়মন্ড হারবার, মগরাহাট পশ্চিম, ফলতা ও বজবজ বিধানসভার কিছু বুথ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ আছে সে ব্যাপারে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বিরোধীরা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস কি তাদের দুর্গকে অটুট রাখতে পারবে? এই জেলাতে আদৌ কি পদ্মফুল ফুটবে? এই বিষয়টি এখন জেলা জুড়ে চর্চিত হচ্ছে। তবে এবারে সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভাতে পদ্ম শিবিরের পক্ষে হাওয়া যথেষ্ট আছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিশেষ করে গোসাবা এবং বাসন্তীতে এবারে নানা কারণে পদ্মফুল ফোটার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, কুলপি বিধানসভাতেও সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই ব্যাকফুটে এখানেও পদ্মফুল ফুটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

উত্তাল ফলতা

এড়ানো গেল না পুনর্নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ফলতা বিধানসভা বারে বারে অভিযোগ ওঠে ভোটের প্রথমার্ধে শান্তিপূর্ণভাবে হলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৭০ টা বুথে ইভিএম এর বিজেপির বাটনে সেলোটেপ মারা আছে। কোথাও কোথাও বিজেপির বাটনে আতরও লাগানো হয়। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা সমগ্র বিষয়টি

কমিশনে জানান। ১ মে বঙ্গনগরের হাসিমনগর এর কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে যে সমস্ত ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। প্রচুর মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সকলেই ফলতায় ফের নির্বাচন চায়। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডাকেও এই বিক্ষোভের সামিল হতে দেখা যায়। ফলতার এই ঘটনায় অনেকেই সন্দেশখালীর ছায়া দেখছেন।

যার সব ভালো তার শেষ ভালো হল না। বাধ সাধলো সেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দীর্ঘ ঘণ্টা ধরে স্কুটিনি ও ওয়েব কাস্টিং দেখার পর চাঞ্চল্যকর রিগিংয়ের ছবি উঠে এলো মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার এবং ফলতা বিধানসভার বেশ কয়েকটি বুথে। কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ফলতার বেশ কিছু বুথে বন্ধ হয়েছিল ওয়েব ক্যামেরা। বিজেপির বোতামে টেপ লাগানো এবং এক তরফা ভোটিংয়ের নানা ছবি উঠে এসেছে বিভিন্ন বুথের ডাউনলোড ছবি থেকে। শুক্রবার সাড়ে সাতটা নাগাদ জানানো হয়েছে মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রের ১১টি এবং ডায়মন্ড হারবারের ৪টি বুথে পুনর্নির্বাচনের কথা।

এরপর দুয়ের পাতায়

২০১১ বনাম ২০২৬

বরুণ মণ্ডল : এ রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফার ভোটেও নজিরবিহীন ভোট দানের হার এ রাজ্যের ৭৫ বছরের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়া মাত্রা তৈরি করলো। দু'দফা মিলিয়ে ৯৩.০২ শতাংশ ভোট পড়লো। যা এক রেকর্ড। যা ইতিমধ্যেই ২০১১ সালের রাজ্যের পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের ৮৪.৪৬ শতাংশ ভোট পড়ার রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সেই নির্বাচন যা পরিবর্তনের পক্ষে স্মরণীয় এবং গত ১৫ বছর সর্বোচ্চ ভোটদানের রাজ্যের অহংকার ধরে রেখে ছিল। এবার দু'দফা মিলিয়ে মোট ভোট পড়েছে ৬,২৫,৭৬ হাজারেরও বেশি। রাজ্যে আপাতত মোট ভোটার সংখ্যা ৬,৮২,৫২,৬০৩ জন। রাজ্যে প্রথম দফার তুলনায় দ্বিতীয় দফার ভোট দান এগিয়ে রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে এখন নজর শেষ পর্যন্ত এই হার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষের থেকেও বেশি। যেখানে পুরুষদের ভোটের হার ৯১ শতাংশ। সেখানে মহিলাদের ভোটের হার ৯২ শতাংশের বেশি। রাজ্য জুড়ে সর্বত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কঠোর নিরাপত্তায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত দফায় আট নির্বাচনী জেলার ১৪২টি আসনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গড়ে ৯২.৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় নির্বাচনে ৯৩.১৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। গণনা ৪ মে সকাল ৮টা থেকে। রাজ্যের ৭৭টি গণনা কেন্দ্রে গণনা চলবে কঠোর থেকে অতি কঠোর নিরাপত্তায়। কলকাতা উত্তর নির্বাচনী জেলা সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের হলে। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে গণনা হেস্টিংস হাউসের নিকটস্থ বিহারীলাল কলেজে। দ্বিতীয় দফায় মোট ভোটার ছিল ৩,২১,৭৫,২৯৯ জন। এর সঙ্গে জোকার ট্রাইব্যুনালের রায়ে ১,৪৬৮ জনের নাম মূল ভোটার তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এই দফায় মহিলা ভোটার সংখ্যা ১,৫৭,৩৮,২৩৩ জন। পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১,৬৪,৩৬,২৭৪জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৭৯২ জন। এবারে প্রথম ভোটাধিকার (বয়স ১৮ – ১৯) প্রয়োগ করেছে ৪,১২,৬৬৮ জন। এই দফায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। ৯৩.৮৩ শতাংশের বেশি। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কলকাতা দক্ষিণ নির্বাচনী জেলায় ৮৭.৮৪ শতাংশ। হুগলিতে ৯১.৯৮ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৯২.৯৭ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় ৯২.৯১ শতাংশ। নদীয়ায় ভোট পড়েছে ৯২.১০ শতাংশের

বেশি। হাওড়ায় ৯২.৫৯ শতাংশ এবং কলকাতা উত্তর নির্বাচনী জেলায় ৮৯.৩৬ শতাংশ ভোট পড়ার খবর মিলেছে। সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ভোট চলার কথা থাকলেও ৬টা বাজার আগে পোলিং অফিসাররা লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে 'কিউ স্লিপ' বিলি করে। ২৯ এপ্রিল রাত ৯টা পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৮৯.৭৫ শতাংশ। যাদবপুরে ভোট পড়ে ৮৬.৮০ শতাংশ। টালিগঞ্জে ৮৮.১৮ শতাংশ। বেহালা পূর্বে ৮৮.০৮ শতাংশ। বেহালা পশ্চিমে ৮৬.৭২ শতাংশ। কলকাতা দক্ষিণ নির্বাচনী জেলার কলকাতা পোর্টে ভোট পড়ে ৮৭.৪৮ শতাংশ। ভবানীপুরে ভোট পড়ে ৮৫.৫১ শতাংশ। রাসবিহারীতে ভোট পড়ে ৮৫.৩০ শতাংশ এবং বালিগঞ্জে ৮৬.১১ শতাংশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বেহালা পশ্চিমের দীর্ঘ ২৫ বছরের বিধায়ক (২০০১ – ২০২৬) ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা অসুস্থতার সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত কারণ দেখিয়ে এবার নিজের ভোটটাই দিলেন না।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড সাগর

মাথায় হাত ধান ও পান চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালবৈশাখী ঝড়ে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা। গতকাল রাতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা ধরে চলা বজ্রবিদ্যুৎসহ মুষলধারে বৃষ্টির জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন স্থানীয় ধান ও পান চাষীরা। বর্তমানে সাগরে বোরো ধান কাটার মরসুম চলছে। চাষীদের অভিযোগ, অনেক চাষী ধান কেটে শুকানোর জন্য মাঠেই রেখেছিলেন। আকস্মিক বৃষ্টিতে সেই ধান এখন জলের তলায়।

মাঠের দাঁড়িয়ে থাকা পাকা ধানের গাছ ঝোড়ো হাওয়ায় নুইয়ে পড়েছে। জমিতে জল জমে যাওয়ায় পাকা ধানে মই পড়ার উপক্রম হয়েছে, যা দ্রুত না সরালে ধান পচে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুধু ধান নয়, ঝড়ের দাপটে সাগরের একাধিক পানের বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বরজের কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং বৃষ্টির জলে পানের লতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে চাষীদের। এক চাষী বলে, 'সারা বছরের মধ্যে এই সময়টার রোজগারের ওপর আমাদের সারা বছর চলে। এক রাতের বৃষ্টিতে সব শেষ হয়ে গেল, আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে দ্রুত সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় এখন ঋণের দায়ে পড়ার দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে সাগরের কয়েকশ পরিবারের।

মতুয়াগড়ে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা প্রবল

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন এবার ছিল দুই দফায়। বুধবার ছিল দ্বিতীয় দফা বা শেষ দফার ভোট। এবারের নির্বাচনে সব ইস্যুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল মতুয়াদের সমর্থন। এস আই আর প্রক্রিয়ার ফলে উত্তর চব্বিশ পরগণায় বহু মতুয়াদের নাম বাদ যায়। এমতাবস্থায় তাদের মনে কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হয় বলে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকমহলের দাবি। কিন্তু শেষ দফা ভোটের প্রাক্কালে বিশেষ চারটি কেন্দ্র বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা ও বাগদায় মতুয়া ও নমঃশূদ্ররা বিজেপিকেই উজাড় করে ভোট দিয়েছেন। তবে স্বরূপনগরের বিষয়টা নিয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। এখানে ফলাফল ফিফটি-ফিফটি হতে পারে। শেষ দফার ভোটের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে মতুয়া ও নমঃশূদ্ররা নিঃসন্দেহে মনোবল পেয়েছেন। ফলে বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে আশা করি তার প্রতিফলন ঘটেছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার

ঠাকুরনগরে নির্বাচনী জনসভা করে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই জনসভায় তিনি স্বাধীনতালগ্নে দেশভাগের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তাদের সবাইকেই ভারতে নাগরিকত্বের মর্যাদাদানের অঙ্গীকার করেন এবং এটা 'মোদীর গ্যারান্টী' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এই অঙ্গীকারে এসআইআর–এর চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া মতুয়া সহ সমস্ত নমঃশূদ্ররা খুশি হন বলে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সহ সভাপতি তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্যের দাবি। তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় দফার শেষ লগ্নে মোদীজীর এই গ্যারান্টির উপর আস্থা রেখেছেন সমস্ত মতুয়া ও নমঃশূদ্ররা। ফলে উত্তর চব্বিশ পরগণার মতুয়াগড়ের গঠন করবে বলেও আমি মনে করি।' বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের রাজ্য সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, 'মতুয়াগড়ে মতুয়া উদ্বাস্তুদের ভোট বিজেপিতেই যাবে বলে আমি মনে করি। তবে বাগদার ব্যাপারটা নিয়ে আমি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত। কারণ ওখানে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক দুলাল বর নির্দলে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যদি বেশি ভোট কাটেন তাহলে বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের অসুবিধা হতে পারে। তবে জাতীয় স্বার্থে বিজেপিকেই ভোট দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। আমার মনে হয়, এই আস্থা সমস্ত উদ্বাস্তু, শরণার্থীদেরই রাখা উচিত।' তবে ৪মে'র দিকে সমস্ত বিশ্লেষকদের নজর রয়েছে। কারণ যে যাই বলুক, চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করছে এদিনের উপরেই।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১ হাজার সহকারী অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, বারাসাত, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব কলেজগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে ১ হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়ার যে খবর বেরিয়েছিল, তার দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৫ মে করা হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য এই পদের বেলায় বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য আবার দেওয়া হল:

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নেওয়া হবে এই ৫১টি বিষয়ে: অ্যানথ্রোপলজি, আরবি, বাংলা, বটানি, কেমিস্ট্রি, কমার্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডিফেন্স স্টাডিজ, অর্থনীতি, এডুকেশন, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, ইংরিজি, বি.বি.এ., বি.সি.এ., বায়োকেমিস্ট্রি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রাইটস, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ভূগোল, জিওলজি, হিন্দি, ইতিহাস, জার্নালিজম অ্যান্ড ম্যাস কমিউনিকেশন, আইন, মাইক্রোবায়োলজি, অঙ্ক, মলিকিউলার বায়োলজি, মিউজিক/ডান্স, নেপালী, দর্শন, ফিজিওলজি, ফিজিক্স, সাইকোলজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, প্ল্যান্ট প্রোটেকশন, স্ট্যাটিস্টিক্স, সোশিওলজি, ফিল্ম স্টাডিজ, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, উইমেন্স স্টাডিজ, জুওলজি, সান্তাড়, উর্দু, ফাইন (ভিশ্যুয়াল) আর্টস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশ অ্যান্ড ফিশারিজ, তিবৃতী। নেওয়া হবে রাজ্যের সরকার অনুমোদিত সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে। এজন্য প্রথমে একটি প্যানেল তৈরি করা হবে ও ওই তালিকা থেকে নিয়োগ করা হবে।

সাধারণ ডিগ্রি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের বেলায় অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশের পর ওইসব বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০%, ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা পিএইচ.ডি. করে থাকলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। অনার্স গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের স্লেট/সেট পরীক্ষা কিংবা ইউ.জি.সি./সি.এস.আই.আর. (নেট)–এর নেওয়া জুনিয়র রিসার্চ ফেলো (জে.আর.এফ.)/ লেকচারারশিপ পরীক্ষায় কোয়ালিফাই (সফল) করে থাকতে হবে। ২০০৯ কিংবা ২০১৬ (সংশোধনী) সালের ইউজিসির নিয়মানুযায়ী যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করেছেন, তাঁরা নেট/ স্লেট/ সেট পরীক্ষায় সফল না হয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য।

মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, ভিস্তায়াল আর্টস ও অন্য কোনো ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান আর্ট (স্কাল্পচার–সহ) বিষয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের বেলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা। মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। নেট/স্লেট/সেট পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। ইউ.জি.সি.র ২০০৯ কিংবা ২০১৬ (সংশোধনী) সালের নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করে থাকলে নেট/সেট/ স্লেট পরীক্ষা না দিয়ে থাকলেও যোগ্য।

ওপরের সব ক্ষেত্রে শতকরা হার নির্ণয়ের বেলায় কোনো গ্রেস নম্বর বা, রাউন্ডিং অফ নম্বর ধরা হবে না।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬–র হিসাবে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা (ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ ছাড়া) ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। পার্ট টাইম টিচার, অনুমোদিত চুক্তিভিত্তিক পুরো সময়ের শিক্ষকরা ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫৭,৭০০ টাকা। শূন্যপদ আছে প্রায় ১ হাজারের কাছাকাছি। কোন বিষয়ে ক'টি শূন্যপদ তা পরে ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: ১/২০২৬.

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। প্রথমে ইন্টারভিউ হবে। শূন্যপদ অনুযায়ী একটিই মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। ইন্টারভিউয়ের পর শূন্যপদের তালিকা দেওয়া হবে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী, ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.wbcsconline.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, ও.বি.সি. হলে ১,২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইউ.পি. আই. কিংবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। এরপর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করকেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল, ই–চালান ও অন্যান্য প্রমাণপত্রের মূল নিয়ে যাবেন। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন, ৬, ভবানী দত্ত লেন (৫ম তল), কলকাতা–৭০০ ০৭৩।

আদালতে ৪৭ অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পটনা হাই কোর্ট কম্পিউটার অপারেটর কাম টাইপিস্ট পদে ৪৭ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্রাজুয়েটরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ৬ মাসের সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইংরিজি ও হিন্দি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৪০টি ও ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৭টি (জেনাঃ ২২, ই.ডব্লু.এস. ৪, বি.সি. ৫, ই.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৭)। এর মধ্যে মহিলা ১৫টি।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে স্ক্রীনিং বা, প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে। তারপর হবে ইংরিজি ও হিন্দি টাইপিং টেস্ট। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: PHC/02/2026 dated 10.04.2026.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ মের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://patnahighcourt.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি.. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০২ মে – ০৮ মে, ২০২৬

মেষ রাশি : – আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন। তাই, কাজে কোনো রকম অবহেলা বা আলস্য পরিহার করুন। আপনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসও অনুভব করবেন। কখনও কখনও, পরিস্থিতির কারণে, আপনি কাজ স্থগিত করার চেষ্টা করতে পারেন, যার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়।

বৃষ রাশি : – একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং আপনি জীবনকে আরও ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার বা কর্মজীবন–সম্পর্কিত পরীক্ষায় সফল হতে পারে। বন্ধুদের সাথে তুচ্ছ ঘোরাঘুরিতে সময় নষ্ট করবেন না।

মিথুন রাশি : আপনি ব্যক্তিগত ও শখের কাজে বেশি সময় কাটাবেন। এটি আপনাকে অপার মানসিক শান্তি ও স্বস্তি দেবে। এছাড়াও, আপনি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কাজেও আনন্দময় সময় কাটাবেন। আপনার সন্তানদের কোনো নেতিবাচক আচরণের জন্য বকাঝকা করার পরিবর্তে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাদের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি : আপনি শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যেকোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা আপনার থাকবে। আলোচনার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন; আপনি অবশ্যই একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাবেন। আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের উপর আস্থা বজায় রাখুন।

সিংহ রাশি : আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎও ফলপ্রসূ হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যেকোনো সমস্যা বা উদ্বেগের সমাধান হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারের কোনো অবিবাহিত সদস্য বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ ও সম্মানজনক হবে। এই সময়ে গ্রহের অবস্থান আপনার জন্য নতুন সাফল্য তৈরি করছে, যা অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। এই সপ্তাহে খরচ বেশি হবে। নেতিবাচক প্রবণতার মানুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।

তুলা রাশি : বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক আলোচনায় আপনার পরামর্শকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনার জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে, যা আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আপনার সন্তানের কোনো অজানা নেতিবাচক আচরণ আপনাকে বিচলিত করতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : গ্রহের অবস্থান এবং ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে। আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আপনি পরিবারের সাথে কেনাকাটা ও ভ্রমণের জন্য কিছুটা সময় পাবেন। তবে মনে রাখবেন। কথা বলার সময় বা মিটিংয়ে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি : আপনি সবকিছু কীভাবে গুছিয়ে নেবেন তা বুঝে উঠতে পারবেন না। তবে, পরে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে এবং আপনার কাজ আপনাআপনি হয়ে যেতে শুরু করবে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা পরিশোধ করে ফেরত পেতে পারেন। মানুষের সাথে মেলামেশার সময় সচেতন থাকুন যে আপনার কিছু গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

মকর রাশি : বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা অনুসরণ করা উপকারী হবে। আপনি জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো উপলব্ধি করার সুযোগও পাবেন। ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁকও বৃদ্ধি পাবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি তাদের ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের কোনো সদস্যের অসামান্য সাফল্যের কারণে বাড়িতে উৎসবের আমেজ থাকবে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াবে এবং আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত করবে। আর্থিক লেনদেন করার সময় আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

মীন রাশি : আকর্ষণীয় কার্যকলাপে অতিবাহিত হবে, যা আপনাকে নতুন করে শক্তি জোগাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু ভালো খবর পেতে পারে। তবে মনে রাখবেন যে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে ফেলতে পারেন। তাই, অবহেলা পরিহার করুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিন গুছিয়ে নেওয়া জরুরি। কোনো বড় বিনিয়োগ করার আগে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের উপর কড়া নজর রাখা জরুরি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পদ্মফুল

প্রথম পাতার পর

ভাঙড় এবং ক্যানিং পূর্বে আইএসএফ প্রার্থীদের জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত বলেই অনেক রাজনৈতিক মহল দাবী করছেন। সোনারপুর দক্ষিণে এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী লাভলী মৈত্রর বিপরীতে আছেন বিজেপির রূপা গাঙ্গুলী। এই কেন্দ্রটিতেও যথেষ্ট টক্কর হচ্ছে অনেকেই মনে করছেন শেষমেষ রূপা গাঙ্গুলি হয়তো জয়ের হাসি হাসবেন।

অন্যদিকে, সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমাতেও লড়াই ফিফটি ফিফটি হয়েছে। তবে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, ফলতা, বজবজ, মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজে জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। সাতগাছিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্করও জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন। বেহালা পশ্চিম এবং বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে এবারে যেভাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উন্মাদনা চোখে পড়েছে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের কি ফলাফল হবে সে নিয়ে এখন অনেকেই চিন্তিত। তবে এখন বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত আলোচনা চললেও আসল ফলাফল জানার জন্য আরও কয়েক ঘণ্টা সকলকে অপেক্ষা করতে হবে।

গণনার আগে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোট গণনার আগে দোরগোড়ায় ইসলামপুরে বোমাতঙ্কের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াড এবং সিআইডি–কে। ঘটনাটি ঘটেছে দাড়িভিট এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভিড় জামান স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই এলাকার চা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। চা বাগানের ভিতরে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ দেখতে পান তারা। সন্দেহ হওয়ায় ব্যাগটি খুলতেই চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায় তাদের। কারণ ব্যাগের ভেতরে বোমার মতো একাধিক বস্তু দেখতে পান তারা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় ইসলামপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে যেই বস্তু উদ্ধার হয়েছে তা আদৌ বোমা নাকি অন্যকিছু সেটি খতিয়ে দেখতে বোম স্কোয়াড এবং সিআইডি–কে খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার আধিকারিকরা।

স্কুলে গ্যাস লিক করে আগুন, বাঁচলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে বালি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ওই স্কুলে বেশ কয়েকদিন ধরেই নির্বাচনের নিরাপত্তার দায়িত্বে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা রয়েছেন। রান্না করার সময় গ্যাস লিক করে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অল্পের জন্য রক্ষা পান জওয়ানরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। ছবি : নিজস্ব

এড়ানো গেল না পুনর্নির্বাচন

প্রথম পাতার পর

ফলতার বুথগুলির রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কমিশনে। এসব দেখে নির্ভয়ে ভোট দেওয়া জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। আগে বুথের মধ্যে অ্যালার্ম বাজার নানা ব্যবস্থার কথা শোনা গেলেও তা এইসব বুথে কার্যকর হল না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ক্যামেরা বন্ধ হওয়া এবং ভোটে কারচুপি হলেও পোলিং অফিসাররা কেন তা ধরতে পারলেন না তা নিয়ে জনমনে নানা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সন্দেহ দেখা দিয়েছে 'বজ্র আটুনি ফসকা গেরো'র কমিশন ভোট শেষ হওয়ার পরে রিগিং মুক্ত ভোটিংয়ের যে খবর দিয়েছিল তা নস্যাৎ হয়ে গেল ফলতা, মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ড হারবারে। আগামী ৩ তারিখ এই সব বুথে পুনর্নির্বাচন হবে বলে কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে। এখন ৪ তারিখের গণনা নিয়ে তোড়জোর তুঙ্গে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে। কর্মীদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে গণনা কেন্দ্রের খুঁটিনাটি। পরিস্থিতি যেই দিকে গড়াচ্ছে গণনা নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত যে চরমে উঠতে চলেছে তা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

ফলতা বিধানসভার হাসিম নগরের কাছে ১০০ নম্বর বুথের মা–বোনেরা রাস্তায় বিক্ষোভ দেখিয়ে অভিযোগ করে বলেন যে, ভোটের আগে এবং ভোটের পরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের ঘনিষ্ঠ ইসরাফিল চকদার এবং তার বাহিনী ভয় দেখাচ্ছে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি অনেককে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বারবার পুলিশকে বলা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে ইসরাফিল চোকদারকে গ্রেফতার করতে হবে। সেই সঙ্গে ফলতা বিধানসভার বেশ কিছু বুথে সকলে পুনর্নির্বাচন চেয়েছেন। ভলতার হাসির নগরের ঘটনায় মানুষকে শান্ত করার জন্য প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। ফলতা এলাকার মানুষদের দাবি পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা এসে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

সারাদিন ধরে সন্দেশখালির ধাঁচে বিক্ষোভ চললেও প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যায় নি। তবে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। অভিযোগের তির জাহাঙ্গীর এবং তার সাকরেদদের উপর। উঠছে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি। কমিশন থেকে এখনও রি–পোলের কোনও আদেশ না আসায় বিক্ষোভ আরও বেড়ে চলেছে। সকলেই কমিশনের নির্দেশের অপেক্ষায়।

বুথ ফেরত সমীক্ষায়

প্রথম পাতার পর

এই সংখ্যার থেকে ১১টি আসন কমতেও পারে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সর্বনিম্ন ৮৯ এবং সর্বাধিক ১১১ আসনে জয়ী হতে পারে বলে সমীক্ষক সংস্থার দাবি। বাম–কংগ্রেস ২টি আসন পেতে পারে।

ভোটের নিরিখে বিজেপির প্রাপ্তি হতে পারে প্রায় ৪৮ শতাংশ। এই শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ কমবেশি হতে পারে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ৩৮ শতাংশ ভোট তা থেকে ৩ শতাংশ কমবেশি হতে পারে। তবে অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষাকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ২০২৬ সালে আমরা ২২৬ আসন পাবো সেটা ২৩০–ও হতে পারে। জুজুধান দুই পক্ষই দাবি করছেন তারাই সরকার গড়ছে। এখন পাড়ার মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানে সর্বত্রই আলোচনা হচ্ছে পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আরও কয়েক ঘণ্টা রাজ্যবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে।

সাফল্যের পূর্ণতা

প্রথম পাতার পর

এই সুযোগ এনে দিয়েছে ২০২৬–এ জ্ঞানেশ–মনোজ জুটির ছাপ্পাহীন নির্বাচন। ১০০ জন ভোটারের মধ্যে ৯২ জনের বেশি ভোটার কোনো চাপের কাছে মাথা নত না করে নির্ভয়ে নিজের ভোট নিজে দিয়েছে। এবার ৪ মে–এর ফল বলে দেবে বাংলায় কোন রাজনৈতিক দলের শক্তি ঠিক কত। যে মানুষের সমর্থন নিয়ে শাসক সব কুকর্মকে এতদিন আড়াল করে এসেছে তা কতটা ঠিক বলে দেবে এবারের বিশুদ্ধ ভোটের ফল। আবার যে সমর্থনের বড়াই করে বিরোধীরা এতদিন বিকল্প শাসনের স্বপ্ন দেখিয়ে এসছে তা কতটা বাস্তব সম্মত প্রমাণ হবে তাও। এবারের ভোট বলে দেবে অনেক কিছু। গত সরকারের নারী নির্যাতন, নারী সুরক্ষায় বাংলা খুশি কি না। বলে দেবে কর্মসংস্থানের নতুন প্রতিশ্রুতি কতটা টানতে পারলো শিক্ষিত যুবক–যুবতীদের। এবারের ফল বলে দেবে বাংলায় ৬০/৭০ বছর ধরে চলা তোলাবাজি, দাদাগিরি, সিন্ডিকেটরাজ, অবৈধ প্রোমোটিং–এর যুগ শেষ হবে কি না। দলিত, আদিবাসী জনজাতিদের অবস্থার উন্নতি হবে কি না। সংখ্যালঘু–সংখ্যাগুরু জনগণের সুসম্পর্ক ফিরবে কি না।

এসব প্রমাণ করতে গেলে অবাধ ভোট গ্রহণের মত চাই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গণনা। গণনা কেন্দ্রে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের সুষ্ঠ ফলপ্রকাশ ও ভোট পরবর্তী হিংসা রোধেই রয়েছে জ্ঞানেশ–মনোজ জুটির সম্পূর্ণ সাফল্য। তবে এ জন্য চাই জনগণের সহযোগিতা। আশা করা যায়, এত কষ্ট করে যারা ভোট দিয়ে বাংলার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই কষ্ট করে হলেও রক্ষা করবে তার নির্যাস।

দেওয়াল লিখন ছাড়া নির্বাচনী উত্তাপ ও নির্বাচনী রঙ ফিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নির্বাচন হবে দেওয়াল লিখন নেই, পোস্টার নেই, ব্যানার নেই, হোর্ডিং নেই, কাটআউট নেই, এতে তো নির্বাচনের উত্তাপই কমে যায়। নির্বাচনের রঙ ফিকে হয়ে যায়। দু'টো একসঙ্গেই হবে। এটাই তো কলকাতা শহর। কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষের এটাই তো ভাবনাচিন্তা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলকাতা মহানগর আজ মুখ ঢেকেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানার, পোস্টার, হোর্ডিং বিগ বিগ কাটআউট ও দেওয়াল লিখনে। এইসব দেওয়াল লিখনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির দেওয়ালগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং কোনো কোনো নাগরিক বিরক্তও প্রকাশ করে। বর্তমান যুগে আধুনিকতার স্পর্শে প্রচারেরও বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে হাইটেক প্রচার এখন বেশি করে মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। সেই কারণে আমাদের সকলকে প্রচারের পুরনো ধ্যানধারণাকে বর্জন করা উচিত।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে লাগু করা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি ৬মে উঠে যাওয়ার পর পরবর্তী এক মাসের মধ্যে

কলকাতা পৌরসংস্থার একটি বিশেষ 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা উচিত, যাদের কাজ হবে কলকাতা শহর থেকে নির্বাচনী ব্যানার, পোস্টার, কাটআউট ইত্যাদি মুক্ত করা এবং আগামী দিনে কলকাতা পৌরসংস্থার একটি নির্দেশ জারি করা প্রয়োজন যাতে কিনা কলকাতা শহরে দেওয়াল লিখন আগামী দিনে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে। বর্তমানে দেওয়াল লিখন এখন প্রচারের অঙ্গ হলেও দেওয়াল লিখন অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, বিশেষ করে বাড়ির মালিকদের কথা ভেবে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দফতর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, প্রস্তাব নিয়ে বিশ্বরূপ যা যা বলেছে, তা ঠিকই আছে। আদর্শ আচরণবিধির কথা বলেছেন। কিন্তু আমি কলকাতা পৌর এলাকার মানুষ এবং স্থায়ী বাসিন্দা। আমি কলকাতাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগর নিউইয়র্ক হিসাবে দেখি না। কলকাতাকে দেখবো কলকাতায় দেওয়াল লেখা নেই, পোস্টার ব্যানার নেই। অথচ একটা নির্বাচন হচ্ছে, তাতে নির্বাচনের উত্তাপ বোধ হয় একটু কমে যায়। তা–ই স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনের উত্তাপ ধরে রাখতে, একটু দেওয়াল লিখন হবে, একটু পোস্টারিং হবে। একটু ফ্লেক্স টাঙানো হবে। তবে হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি ছোট–বড়ো প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের উচিত, ৬ মে–এর পরের দিন আদর্শ আচরণবিধি তুলে নেওয়া উচিত। তাই সমস্ত ফ্লেক্স, ব্যানার, দেওয়ালের প্রতিটি লিখন সবকিছুই আমাদের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া উচিত। এনিয়ে আমাদের কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু নির্বাচন হবে, দেওয়ালে পোস্টার নেই, ব্যানার নেই, হোর্ডিং নেই, কাটআউট নেই, এতে নির্বাচনের রঙ ফিকে হয়ে যায় এবং সঙ্গে নির্বাচনেরও উত্তাপও কমে যায়। বিশ্বকর্মা পুজো হবে আর আকাশে ঘুড়ি থাকবে না, এটা হয় না কী! বৃষ্টি হয় আর ঘুড়িও ওড়ে। দু'টো একসঙ্গেই হবে। এটাই তো বাংলা।

শব্দবার্তা ৩৮৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. মালিক ৪. বিফল, বৃথা ৫. কৈফিয়ত ৭. দন্ড, ধ্বজ ৯. গুণের ধারাবাহিক, তালিকা ১০. হুঁশিয়ার, সাবধান ১১. ঝরনা ১২. একেবারে চূর্ণ এবং ধ্বংস।

উপর–নীচ

১. মানে ২. ব্যবসায়, পেশা ৩. ভগবান, ভরসা ৪. খরচ কমানো ৬. দিনমজুরের কাজ ৮. বিষ্ণু ১০. সংবাদ, বার্তা ১১. দুধে পড়ে।

সমাধান : ৩৮৮

পাশাপাশি : ২. অনপরাধ ৪. কলেবর ৫. রসাল ৭. সমাজ ৯. বরবাদ ১০. নকিবদার।

উপর–নীচ : ১. দন্ডকলস ২. অন্তর ৩. পরস্পর ৬. লঙ্কাদহন ৮. জনরব ৯. বছর।

হাঁটাচলা প্রায় অসম্ভব, তবুও ভোট দিলেন নির্মলবাবুর

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : গণতন্ত্রের উৎসব মানেই শুধু ভোটদান নয়, এটি এক গভীর দায়িত্ববোধ ও নাগরিক সচেতনতার প্রতিফলন। সেই চিত্রই আবারও সামনে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভা এলাকায়। ৮৫ বছর বয়সেও গণতন্ত্রের প্রতি অটুট আস্থা রেখে শারীরিক অক্ষমতাকে উপেক্ষা করে ভোট দিলেন নির্মল বিশ্বাস নামে এক প্রবীণ ভোটার।

কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬৫ নম্বর বুথে এদিন সকাল থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই নজর কাড়েন নির্মলবাবু। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর, চলাফেরায় অসুবিধা—সবকিছু সত্ত্বেও তাঁর চোখেমুখে ছিল এক অদম্য দৃঢ়তা। ছেলের সহায়তায় হুইলচেয়ারে করে তিনি পৌঁছন ভোটকেন্দ্রে। বুথের বাইরে উপস্থিত অন্যান্য ভোটার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরাও তাঁকে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন নির্মল বিশ্বাস।

পরিবারের সদস্যরা জানান, নির্মলবাবুর শারীরিক অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই খুব একটা ভালো নয়। হাঁটাচলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবুও ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কখনও কমেনি। প্রতি নির্বাচনে তিনি নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান। এবারের নির্বাচনেও সেই ইচ্ছাশক্তির কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি। বরং সকাল থেকেই তিনি ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত অনেকেই বলেন, যেখানে একজন ৮৫ বছরের প্রবীণ মানুষ এত কষ্ট করে ভোট দিতে আসতে পারেন, সেখানে সুস্থ-সবল মানুষের ভোট না দেওয়ার কোনও অজুহাত থাকতে পারে না। তাঁর এই দায়িত্ববোধ যেন সকলের জন্য এক বড় শিক্ষা।

এই ঘটনায় কাকদ্বীপ এলাকায় এক ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। ভোট শুধু একটি অধিকার নয়, এটি একটি কর্তব্য—এই উপলব্ধি যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন নির্মলবাবু। তাঁর এই উদ্যোগ শুধু একটি ব্যক্তিগত ঘটনা নয়, এটি সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণা, এক উদাহরণ।

ডায়মন্ড হারবার–কুলপিতে তৃণমূল–বিজেপির জোর টক্কর

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যে দুই দফার ভোটগ্রহণ শেষ। এখন সবার চোখ ৪ তারিখের গণনার দিকে। তার আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার ও কুলপিকে ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এবং প্রশাসনিক তৎপরতা।

ডায়মন্ড হারবারে মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হলেও বিজেপির তরফে একাধিক বুথে ইভিএমে কারচুপি ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে। এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গতবারের বিজয়ী বিধায়ক পান্নালাল হালদার। তার বিরুদ্ধে লড়েছেন বিজেপির দীপক কুমার হালদার, সিপিএমের সমর নাইয়া এবং কংগ্রেসের গৌতম হালদার। গত নির্বাচনে প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন পান্নালাল হালদার। এবারও সেই ব্যবধান থাকবে কি না, তা জানা যাবে ফল ঘোষণার পর। স্থানীয় একাংশের মতে, উন্নয়নের নিরিখে শাসক দল এগিয়ে থাকলেও বিরোধীদের দাবি দুর্নীতি ও নিত্যদিনের সমস্যাকে ঘিরে জনঅসন্তোষ বেড়েছে, যা ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয় দফায় কুলপি বিধানসভায় প্রায় ৯০ থেকে ৯২ শতাংশ ভোটদান হয়েছে, ত্রিমুখী লড়াই। যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বর্ণালী ধাড়া। বিজেপির প্রার্থী অবনী নস্কর এবং সিপিআই(এম)-এর আইএসএফ জোটের প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লা।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, টিকিট বণ্টন নিয়ে অসন্তোষ এবং দীর্ঘদিনের রাস্তাঘাট ও পরিকাঠামোগত সমস্যাকে সামনে রেখে বিজেপি এই কেন্দ্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তবে তৃণমূল প্রার্থী বর্ণালী ধাড়ার দাবি, তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ধানের ভুষি থেকে তেল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ধানের ভূষি থেকে তেল উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছেন। গবেষকরা বলেন, ধানের ভূষি আর আবর্জনা হিসাবে গণ্য হবে না। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ধান থেকে ভূষি পাওয়া যেতে পারে প্রায় ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টন। এই ভূষি থেকে তেল পাওয়া যাবে ৬২ হাজার টন। আরও জানা গেল, ধান আধা-আধি সেদ্ধ করলে ভূষিতে তেলের ভাগ বেশি পাওয়া যাবে। অপরিশোধিত ভূষির তেলে মোম, অ্যাসিড, আঠা, রং করার জিনিষ, গন্ধবস্তু প্রভৃতি তৈরী করা যায়।

প্রকাশ, জাপানে ভূষির তেল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে ভূষির তেল প্রধান শিল্প কাজে ব্যবহার করা হয়। গবেষক মহলে আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ধানের ভূষির তেল খাদ্য তালিকায় স্থান পাবে। দেশে তৈল বীজের অভাব অত্যন্ত বেশি। সেক্ষেত্রে ধানের ভূষি থেকে তেল উৎপাদন ব্যাপকভাবে চালু হলে তৈলবীজদের অভাব অনেকটা দূর হবে। গবেষকদের ধারণা চালকলগুলি আধুনিকীকরণ করা হলে বিশুদ্ধ ভূষির তেলে উৎপাদন শিল্প সম্প্রসারিত হবে।

১০ম বর্ষ, ০১ মে ১৯৭৬, শনিবার, ২১ সংখ্যা

কড়া নিরাপত্তায় প্রার্থীদের ভাগ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ভোট শেষ। প্রার্থীর ভাগ্য বাক্স বন্দি। ৪মে ভাগ্য নির্ধারণ হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা ১২৭ গোসাবা, ১২৮ বাসন্তী, ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম ও ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব পোস্টাল ব্যালট, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট স্ক্রুটিনির সময় প্রার্থী এবং তাঁদের কাউন্টিং এজেন্টরা অনুমতি নিয়ে স্ট্রং রুম জোনে প্রবেশ করতে পারবেন। স্ট্রংরুম কম্পাউন্ড অর্থাৎ যে কোনও গণনাকেন্দ্রের মেইন গেটের

বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে। এই চার কেন্দ্রের প্রার্থীদের আগামী ৪মে ভোট গণনা হবে ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজে। ইতিমধ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে কলেজ চত্বর এলাকা। ফলে এই গণনা কেন্দ্রে স্ট্রংরুম রয়েছে। ২০০ মিটারের মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনও ব্যক্তির প্রবেশ বা জমায়েত নিষিদ্ধ। নির্দিষ্ট পাস (পরিচয় পত্র) সহ কোনও প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট বা মুখ্য পোলিং এজেন্ট বাইরের সিসিটিভি মনিটরিং ইউনিট পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবেন।

সাগরে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম লগ্নে ২৯ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩২ সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। এদিন বিকেলের দিকে রুদ্রনগর এলাকার ১০৪ নম্বর বুথে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। ভোটদান শেষে তিনি বলেন, 'মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দিচ্ছেন। প্রতিটি বুথে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে যে তারা মা-মাটি-মানুষের সরকারের পাশেই আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থবারের মতো রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠন হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজনগর : ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় রাজনগর থানার ভবানীপুরে একটি পার্কের ঘর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে রাজনগর থানার পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ২৮ এপ্রিল এক পথচারী সন্ধ্যায় পার্কে যাওয়ার সময় তীব্র কটু গন্ধ পায় এবং রাজনগর থানায় খবর দেয়। পুলিশ পৌঁছে পার্কের একটি ঘর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার পরিচয় জানা যায় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসপাতালে গাফিলতির অভিযোগ

রুমা খাতুন, বীরভূম : পথ দুর্ঘটনায় দাদু ও নাতির মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ডাক্তার ও নার্সদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান পরিজনেরা। উত্তেজনার জেরে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় হাসপাতালের পরিষেবা।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বীরভূমের ভর্তা মোড় এলাকায় একটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। ৪৫ বছর বয়সী কাদের শেখ তাঁর স্ত্রী এবং ৭ বছরের নাতি তামিম শেখকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। ভর্তা মোড় থেকে মূল রাস্তায় ওঠার সময় একটি 'চায়না ভ্যান'-এর সঙ্গে তাঁদের বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দাদু কাদের শেখ।

গুরুতর আহত অবস্থায় শিশু তামিম শেখকে দ্রুত রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তারও। পরিবারের অভিযোগ, জরুরি বিভাগে কোনো সিনিয়র চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। নার্সদের ভরসায় দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হয়েছিল শিশুটিকে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু না হওয়াতেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। উত্তেজিত জনতা নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

অভিযোগ অস্বীকার করে কর্তব্যরত নার্সরা জানিয়েছেন, শিশুটিকে আনার পরপরই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা হয়েছিল। যেহেতু পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক ছিল, তাই তড়িঘড়ি সিনিয়র ডাক্তারকে ফোন করা হয়। তবে ডাক্তারবাবু পৌঁছানোর আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিকাঠামো অনুযায়ী সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছিল।

স্ট্রংরুমে 'আগুন আতঙ্ক', বজ্রপাতেই বেজে ওঠে অ্যালার্ম

বিশাল দাস, বীরভূম : বোলপুরে ভোট-পরবর্তী সময়ে আচমকাই ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগার আতঙ্ক ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বুধবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ বোলপুর কলেজের স্ট্রংরুম চত্বরে হঠাৎই বেজে ওঠে ফায়ার অ্যালার্ম। অ্যালার্মের শব্দে মুহূর্তের মধ্যে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্ট্রংরুমে গুরুত্বপূর্ণ ইভিএম মেশিন মজুত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও তড়িঘড়ি সেখানে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এসডিপিও রিকি আগারওয়াল ও এসডিও অনিমেষ কান্তি মান্না। স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে বাড়ানো হয় নজরদারি এবং তৎপরতা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং নানুরের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি স্পষ্ট করা হয়। আধিকারিকরা জানান, স্ট্রংরুমে কোনও আগুন লাগেনি। বজ্রপাতের জেরে ফায়ার অ্যালার্মের সেন্সর সক্রিয় হয়ে পড়ায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বোলপুর কলেজের ওই স্ট্রংরুমে বোলপুর, নানুর ও লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম মেশিনগুলি সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্ট্রংরুম ও ইভিএম সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে এবং কোনও ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রশাসনের আশ্বাসে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন।

দোলনায় চড়ে বুথে পৌঁছালেন অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীরা

সৌরভ নস্কর, সাগর : নির্বাচন কমিশনের শত প্রচার সত্ত্বেও সাগর বিধানসভার গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ নম্বর বুথে দেখা গেল প্রশাসনের চূড়ান্ত উদাসীনতা। তবে সরকারি সহায়তার অভাব ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন প্রতিবেশীরাই। মোটা দড়ি দিয়ে তৈরি করা হয় দেশীয় প্রযুক্তির দোলনা। সেই দোলনায় বসিয়ে কাঁধে করে ভোটারদের বুথে নিয়ে যাওয়ার

দমাতে পারেনি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জেদকে। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের কাঁধে দোলনায় চেপেই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছালেন অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী ভোটাররা। নির্বাচন কমিশন প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য একাধিক সুযোগ-সুবিধার দাবি করলেও, গঙ্গাসাগরের এই বুথে ভোটগ্রহণের দিন তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে বয়সের ভারে হাঁটাচলায় অক্ষম এক বিরল ও মানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল এলাকা।

গ্রামবাসীদের এই তৎপরতায় আপ্লুত নির্বাচন কর্মীরাও। স্থানীয়দের কথায়, 'গণতন্ত্রের উৎসবে কেউ যেন বাদ না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।' প্রশাসনের সহায়তা ছাড়াই নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে খুশি ভোটাররা। গ্রামবাসীদের এই অনন্য উদ্যোগ এলাকায় এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছে।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার সিউড়ি শহর বিজেপি সহসভাপতি দেবাশিষ ঘোষাল। ২৭ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। যদিও ঘটনায় রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ বিজেপির। জেলা বিজেপি সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, দেবাশীষ ঘোষাল আমাদের কর্মী ভালো সংগঠক তাই সে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার।

আগামী ১১ মে কেস ডাইরি তলব করেছেন বিচারক।

বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে এসপি অফিসে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : সম্প্রতি শান্তিনিকেতন হোমের মধ্যে এক নাবালিকার উপর হোম কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদতে বহিরাগত ব্যক্তির দ্বারা অমানবিক, পাশবিক, যৌন নির্যাতনের শিকারের ঘটনা সামনে আসতেই জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দার ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। ২৮ এপ্রিল বীরভূম জেলা এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত 'জাগো নারী জাগো' বহ্নিশিখার পক্ষ

থেকে উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। সংগঠনের বক্তব্য শান্তিনিকেতনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হোমের মধ্যে এক নাবালিকার উপর হোম কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদতে বহিরাগত ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে। নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা, নির্যাতিতার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তার পরিবারকে প্রদান করতে হবে, মিথ্যা মামলায় বন্দী নির্যাতিতার মামাকে অবিলম্বে নিশর্তে মুক্তি দিতে হবে। ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচিতে সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিল যুথিকা ধীবর, শেফালী তেওয়ারি, ছায়া দোলুই, ইরা মুখার্জি, সান্তনা অঙ্কুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ক্যানিংয়ে একাধিক বুথে ঝরলো রক্ত, বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : শাসকদলের ভরসা ছিল না, তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে অবাধ নির্বাচনের জন্য আত্মবিশ্বাস ছিল বিরোধীদের। তবে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন চলাকালীন একাধিক বুথে ঝরলো রক্তপাত। দুজন বিজেপি প্রার্থী সহ কমপক্ষে মোট ১০ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক জখম হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার মঠেরদিঘী পঞ্চায়েতের ২৫৭ নম্বর বুথে শাসক দলের দুষ্কৃতিরা ছাপ্পা দিচ্ছিলো, প্রতিবাদে সরব হতেই দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অসীম সাঁপুই, অর্পণ দাস, সুমন হালদার, বাপন মণ্ডল, নূর উদ্দিন মোল্লা। বর্তমানে নূরউদ্দিন মোল্লা নিঁখোজ। অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা আক্রান্তদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে তারা।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্পণ দাস জানিয়েছেন, 'ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকা স্পর্শকাতর। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে নিরাপত্তার ব্যাপারে জানিয়েছিলাম। কোন কিছুই কর্ণপাত করেনি। এদিন ২৫৭ নম্বর বুথে তৃণমূলের 'হার্মাদ বাহিনী'র জবেদ সেখ ছাপ্পা দিচ্ছিল। সেখানে গেলে হোসেন সেখ এর নেতৃত্বে হাজার হাজার দুষ্কৃতি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঁশ, লাঠি, বন্ধুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। সেখান থেকে কোন রকমে আমরা পালিয়ে প্রাণে বাঁচি। একটি কুইক রেসপন্সের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছাই।'

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী আচমকা

১২৮ বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন তাঁকে একটি বুথের সামনে বেধড়ক মারধর করে তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে ও তাঁর নিরাপত্তা কর্মীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। তার দাবী, সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তৃণমূল নেতা রাজা গাজীর ইন্ধনে।

তৃণমূল এজেন্টকে মারধর করায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিমের ১১২ ও ১১৩ নম্বর বুথ। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে সরব হয় ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী পরেশরাম দাস। তিনি জানিয়েছেন, গত পরশুদিন মাতলা-১ পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রদীপ দাসের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে অত্যাচার করেছে। বুধবার ১১২ ও ১১৩ নম্বর বুথে যখন ভোট চলছিল সেখানে এজেন্ট প্রদীপ দাসকে কেন্দ্রীয় বাহিনী কুকুরের মতো পিটিয়েছে। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী বলেছে, 'আমরা মোদীর বাচ্ছা, মোদী আমাদের বলেছে, বিজেপির হয়ে ভোট করাবো। কোন বাবা আছে পাঠাও।' এমন ঘটনার পর আমি প্রার্থী হিসাবে ১১২ ও ১১৩ নম্বর বুথে হাজীর হই। কেন্দ্রীয় বাহিনী আমার সাথেও খারাপ ব্যবহার করে। এমন ঘটনা এলাকার মানুষজন মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা প্রতিবাদে সরব হয়। অভিযুক্তকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

গোসাবা(১২৭) বিধানসভা এলাকায় গুরুতর জখম হলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি সন্দীপ মৃধা। তাকে প্রথম গোসাবা ব্লক হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল হয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় চিকিৎসার জন্য। জানা গিয়েছে, বুধবার নির্বাচনের সময় গোসাবার রাধানগর-তারানগর এলাকার ৯১ নম্বর বুথে এজেন্ট বসানোর জন্য গিয়েছিলেন। অভিযোগ সেখানে তাঁকে তৃণমূল আশ্রিত শতাধিক দুষ্কৃতি ঘিরে ধরে। বাঁশ-লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সন্দীপ মৃধাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল হয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সিনহা বলেছেন, 'গোসাবায় তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই। হেরে যাবে ভেবে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনীর লোকজন অতর্কিতে আমাদের জেলা এসসি মোর্চার সভাপতি সন্দীপ মৃধাকে আক্রমণ করে বেধড়ক মারধর করে। আমরা অভিযুক্তদের শাস্তির আবেদন জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

বিকেল ৫টা পর্যন্ত গোসাবা(১২৭) বিধানসভায় ৯১.২৫, বাসন্তী(১২৮) বিধানসভায় ৯৩.৭৩, ক্যানিং পশ্চিম(১৩৮) বিধানসভায় ৯৩.৫৪ ও ক্যানিং পূর্ব(১৩৯) বিধানসভা এলাকায় ৯৩.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে। যা সর্বকালীন এক রেকর্ড।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ০২ মে – ০৮ মে, ২০২৬

‘সত্যেরে লও সহজে’

এপার বাংলার বাতাসে এখন বৈশাখী ঝড়ের আড়ালে বসন্তের হাওয়া। প্রত্যাবর্তন–এ পাল্টা পরিবর্তন, কেউ বা দাবি করছেন আমরা বাড়ব। বসন্তের হাওয়া ঠিক কাদের পালে লাগবে কেইবা বৈশাখী ঝড়ে উড়ে যাবে, কারা অকাল বোধনে ঢাকের বাজনা বাজাবে, কাদের হবে বিজয়ার বিসর্জন কিংবা অকাল দীপাবলির আনন্দে কোন দল ভেসে যাবে তা সোমবারের সন্ধ্যায় দেশবাসী জেনে যাবে। ভোট যুদ্ধে ভাগ্যফল–কর্মফল কেমন যেন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আটকে যায়। যে দলের নেতা–নেত্রীরা সারা বছর সত্যিকারের ভাল কাজ করে থাকেন তাঁরা জনগণের আর্শীবাদ পান আর যাঁরা ক্ষমতায় থেকে সুকর্মের পরিবর্তে দুষ্কর্ম করে চলে, গুন্ডারাজ, হিংসা ইত্যাদি কার্যসাধন করে তাদের পতন হয়। ভারতের ঐতিহ্য অনুসারী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্যতম চালিকা শক্তি রাজনৈতিকদলগুলির পরিশ্রমী কর্মীরা। তাঁদের ভরসা, ভালবাসায় দলের অস্তিত্বের বাড়বাড়ন্ত। এবারের ভোট প্রকৃত অর্থেই রক্তপাত শূন্য, অনেকটাই হিংসামুক্ত এবং রেকর্ড সংখ্যক ভোটার তাঁদের মতদান করেছেন তাঁদের পছন্দের দল ও প্রার্থীদের পক্ষে। গোপন মতদানের সব ফলাফল প্রকাশিত হলে যাতে সহজে কঠিন বাস্তব সত্য সবপক্ষ মেনে নিতে পারে সেটাই কাম্য। রবি ঠাকুর তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে প্রান্তবেলায় লিখেছিলেন ভালমন্দ যাহাই ঘটুক ‘সত্যরে লও সহজে’।

ঋষি কবির এই জীবন দর্শন মানুষের ব্যক্তি জীবনের মত বৃহত্তর সমাজ জীবনের শান্তি বজায় রাখতেও সত্য। আগের নির্বাচনগুলিতে বহু প্রাণহানি এবং হিংসার ঘটনাগুলি ঘটেছে। ভোট পরবর্তী হিংসায় বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে গ্রাম থেকে শহর। এবারের বিধানসভা নির্বাচন শেষে বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন হিংসা এবং মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে প্ররোচনা সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে এক বৃদ্ধ ভোটারের মৃত্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর দায় ঠেলার দায়িত্বহীন দাবি করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে বৃদ্ধর ছেলের এবং বর্তমান শাসকদলের ভুয়ো দাবি নস্যাৎ করেছে। নেতানেত্রীদের হুমকী এবং সামান্যতম প্ররোচনা কর্মীদের মধ্যে যদি দাবানল সৃষ্টি করে তার ফল ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। দাঙ্গা–হাঙ্গামায় প্রাণ যেতে পারে বহু মানুষের। হারজিৎ না থাকলে যেমন কোনও খেলার আকর্ষণ ও মাধুর্য্য থাকে না তেমনি নির্বাচনে জয়–পরাজয় হওয়াটা স্বাভাবিক সত্য। ফল প্রকাশের পর কোনও পক্ষই যাতে হিংসাশ্রয়ী হয়ে না ওঠে তার নৈতিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা পাওয়ার জন্যই তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ। নির্বাচকদের রায় নতশিরে গ্রহণ করাই গণতন্ত্র।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

আত্মতত্ত্বের একদেশ কাকে বলে, তার বিকার অর্থাৎ পরিণাম ও দ্বৈতভাবই বা কেমন? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! স্থূলভাবে বলা হয় যে, ব্রহ্ম হলেন জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। কিন্তু এই কথা সত্য নয়, তা শুধু শাস্ত্র–উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়। নয়। কারণ আত্মায় ঐ বিষয়সমূহ থাকে না। অভিন্ন। ব্রহ্মে আকার, বিকার, সত্তা অসম্ভব।

ব্রহ্ম হতে ব্রহ্ম উদ্ভূত, কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ অনুপস্থিত থাকে। এই উদ্ভবকালে উৎপত্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধিক্য ও স্বল্পতার কারণে জনক ও জন্য ভাব প্রতীত হয়। এইটি এইরকম, ঐটি অন্যরকম, এই নামরূপ যে ব্যবহার, তা নিতান্তই ব্যবহারিক এবং বাক্যসারমাত্র, পরমাত্মায় সেই ভাব একেবারেই নেই। কারণ সেই ভাব খণ্ডিত সত্তায় সম্ভব, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় তা অসম্ভব। এক প্রদীপ হতে অনেক প্রদীপ প্রজ্জলিত হলে, প্রথম প্রদীপকে জনক এবং অন্য প্রদীপগুলিকে জন্য বলা যায় না, তেমনই ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কিংবা উপাদান–কারণ বলা যায় না। ব্রহ্মে জনক–জন্য ভাব অসম্ভব। কারণ যিনি অসীম–অনন্ত, তিনি দ্বিতীয় কোন বস্তু সৃষ্টি

করতে পারেন না। দ্বিতীয় বস্তু সৃষ্ট হলে অসীম–অপরিচ্ছিন্ন–অখণ্ড মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায়। বাক্যের ও পরিচয়ের সুবিধার্থে ভেদ ও সংখ্যা কল্পিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনেরা সেই কল্পনা বা বাক্যকেও ব্রহ্ম বলেই জানেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা, মন, বুদ্ধি, বৃত্তিসমূহ, বাক্য, কর্ম ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। তাবৎ জগৎ হল ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মে উক্ত সত্তাসমূহ হয়ই না। তাই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু প্রকৃত অর্থে হতেই পারে না। তাই এইটি এই রকম, ঐটি অন্যরকম আত্মাতে এই বিভাজন মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবেই ঘটে থাকে। কূটস্থব্রহ্মে নিত্য ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যকিছুর দর্শন বা জ্ঞান সত্যজ্ঞানের পরিপন্থী। তমঃ ও রজঃ গুণের প্রভাবে মিথ্যাজ্ঞানের সত্যদৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সত্যদৃষ্টির উদয়ে সমস্তই ব্রহ্মরূপে নিশ্চিত হয়। সেই জ্ঞানই পরমার্থজ্ঞান। হে রাম! তোমার জ্ঞানদৃষ্টি স্ফুরিত হতে থাকলে, তোমায় এই বিষয়ে সবিশেষ অন্যান্য কথা বলব।

তোমার অজ্ঞান দৃষ্টি ক্ষীয়মান হতে হতে অজ্ঞান ক্রমশঃ নির্মূল হয়ে গেলে তুমি জানতে পারবে ব্রহ্মে অবিদ্যা দোষ কোনভাবেই নেই। অজ্ঞান নির্মূল হলেই তুমি পরমপদে সংস্থিত হতে পারবে।

রাম বললেন, প্রভো। আপনার উপদেশে আমি কখনও উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, আবার কখনও বা দোলাচলে পতিত হচ্ছি। ব্রহ্ম যদি ব্রহ্মরূপেই নিত্য অবস্থিত থাকেন, তবে এই অনাত্ম, পরিচ্ছিন্ন, বিকারসমূহ এল কোথা থেকে? বশিষ্ঠ বললেন, আত্মবিদ্যায় অসত্যের স্থান হয় না, আত্মবিদ অসত্য বলেন না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আলোকপাত

পুলিশের ত্রিনেত্রে কুপোকাৎ ভোট সন্ত্রাসীরা!

সুবীর পাল

‘একে নেত্র। দুয়ে পক্ষ। তিনে নেত্র।’ আমাদের ছোটবেলায় এই গাণিতিক ছড়া মোটামুটি আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু এই সংখ্যা–প্রবাদকে রাজ্য জুড়ে চলমান ভোটের বাজারে একটু সামঞ্জস্যের ওলোটপালট করে নিলে কেমন হয়? যেমন ধরুন, একে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট। দুয়ে, যুযুধান দুই পক্ষ তৃণমূল ও বিজেপি। আর তিনে হলো, দ্বিতীয় দফার ভোটে রাজ্য পুলিশের অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য অদ্ভুত রকমের রহস্যময় আচরণ।

সেটা আবার কি রকম? সিপিএম, কংগ্রেস থেকে বিজেপি সর্বোপরি সমস্ত বিরোধী দল তো রাজ্য পুলিশের গায়ে ইতিমধ্যেই তকমা লাগিয়ে দিয়েছে দলদাস পুলিশ। যদিও শাসক তৃণমূল আবার দলগত প্রয়োজনে সেই পুলিশকেই আত্মরক্ষার তাগিদে থানার টেবিলের তলায় লুকাতে বাধ্য করিয়ে সগর্বে বলে থাকে ভেরি গুড আমাদের এফিসিয়েন্ট রাজ্য পুলিশ।

তা যাক, রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে রাজ্য পুলিশের তিনটি অদ্ভুতুড়ে আচরণ এবার সত্যি সবার নজর কেড়েছে। প্রথমত বুধবার ভোটের দিন এই রাজ্যের এফিসিয়েন্ট পুলিশ সরাসরি শাসানি দিয়ে বসলেন কাকে জানেন? মহামহিম কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেকি? কেন? এতবড় সাহস? বর্তমান শাসকের চোখে এসব কি একটু বেয়াদবি হলো না? কি হয়ে ছিলটা কি আসলে? আর কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা কে? আরে বাবা, এসব কি প্রশ্ন হলো? উনি তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন মায়ের পেটের ভাই বলে কথা। রাজ্যে কোনও একজন পুলিশের ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে কার্তিকবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করবেন? ভুলবশতঃ সেরকম কেউ সাহস দেখাবার কিঞ্চিৎ ইচ্ছে প্রকাশ করলে মুহূর্তে তিনি যে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বা দার্জিলিংয়ের শীতলতম কোনও পাহাড়ি নির্জন অঞ্চলে ট্রান্সফার চালান হয়ে যাবেন না এমন কথা কি কেউ গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারবেন নাকি? আর সেই সাদা উর্দিধারী এক পুলিশ কিনা সরাসরি ধমক দিয়ে বললেন কার্তিকবাবুকে। তাও আবার একান্তে ডেকে চুপিচুপি নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং জনসমক্ষে এমনতর ধমকানি। একবারও ওই পুলিশ বাবাজীবন ভাবলেন না পর্যন্ত মহামান্য কার্তিক সাহেবের প্রেস্টিজটা কোথায় টেনে নামিয়ে দেওয়া হলো! ভোটে কর্মরত ওই পুলিশ কি ভুলে গিয়েছিলেন নাকি? হাজার হলেও কার্তিকবাবু যে বাংলার সর্বকালের সর্বসমালোচিত মুখ্যমন্ত্রীর ভাই। ভোটের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল ফের যদি ক্ষমতাসীন হয় তখন বেচারা ওই পুলিশ কিভাবে বাণ্ডিল হয়ে যেতে পারেন সেটাও কি কর্তব্যরত সরকারি সুরক্ষা কর্মীটি খেয়াল করেননি? কি জানি বাবা। কি যে সব ঘটছে তটছে। এসব ভোটের বাজার সত্যিই অনিশ্চিত।

রাজ্যের চরমতম হাইভোল্টেজ আসন তো এবার কলকাতার ভবানীপুর আসন। লড়ছেন সাম্প্রতিক বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে ওজনদার দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধুনা কেন্দ্রীয় বিজেপির সর্বাধিক আস্থাভাজন নেতা তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আড়াআড়ি

প্রেস্টিজ ফাইটের ট্যাগ অফ ওয়ারের ময়দানে। এমন হেভিওয়েট আসনে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই তদারকির আসরে নামবেন এটাই তো দস্তুর।

তা সে হোক না ১৪৪ ধারা জারি। তাই বলে কার্তিকবাবুকেও কি ওসব নিয়মকানুন মানতে হবে নাকি? এসব আবার কেমন আব্দার। মুখ্যমন্ত্রীর আপন ভাই তো তিনি নাকি। না হয় একটু বাড়তি প্রিভিলেজ তিনি এনজয় করলেনই বা। ওতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি? সব ব্যাপারে ভারতীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নাক না গলালেই নয় কি!

ওই কেন্দ্রে ভোট চলছে। ম্যারাপ বেঁধে সপারিষদ চলমান সভায় উজ্জ্বল করে বসে আছেন মহারাজ কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার ধারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই তো হাজার হলেও। তাই তাঁর জন্য একটু নিয়ম কানুনটাই আলাদা গোছের এবং আইন তো তাঁরই অঙ্গুলি হেলনেই চলে। ফলে ওই ম্যারাপে যে ভারতীয় ভোটের আইনানুগ ১৪৪ ধারা স্বাভাবিক ভাবেই মাই ফুট। ফলে ম্যারাপে অজস্র মানুষের ভিড়। আর মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন সেই মহামান্য কার্তিকবাবু। উফ্ কি সিকোয়েন্স।

ওমা হঠাৎ দুইজন সাদা উর্দিধারী কলকাতা পুলিশ সেখানে হাজির। তাঁদের মধ্যে একজনের সাফ কথা, সারা বছর বলছি না। কিন্তু আজকে চারজনের বেশি এখানে একসঙ্গে থাকা যাবে না। আরে বলবি বল একেবারে খোদ কার্তিক সাহেবকে ডাইরেক্ট এসব বলছে। কি হিম্মৎ বলুন দেখি পুলিশের। তাও সেল্ফ ডিফেন্স নিয়ে কার্তিকবাবু ওই অবুঝ পুলিশকে বোঝাতে গেলেন, আমরা অনতিদূরের আমাদের ক্লাবের কারণে এখানে বসে আছি। অর্থাৎ ভোটের সঙ্গে নাকি তখন তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভোটের ডিউটিতে অবিচল পুলিশ ফের মন্তব্য করলেন এবার ক্ষাণিকটা দাপটের সঙ্গে, কোনও ভাবেই এখানে এই জমায়েত করতে দেওয়া যাবে না, নিয়মটা মানতে হবে। অগত্যা কি আর করার, পুলিশের এই আকস্মিক উলট্ পুরাণ আচরণ দেখে তো হতভম্ব মুখ্যমন্ত্রীর ভাই। অনন্ত উনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই কেমন কেমন যেন আকস্মিকভাবে বদলে গেল মুহূর্তে। শেষে কিনা দিদির অধীনে থাকা সামান্য এক সাদা উর্দিধারী তাঁকে আইন শেখাচ্ছে জনসমক্ষে। যেখানে তাঁর নিজস্ব চালচলনটাই হলো আঞ্চলিক কানুন। তবু এদিনের পুলিশ বড্ড বেশি অনমনীয় এবং একরোখা আচরণ করেই চলেছে। ভোটের আইন বলবৎ করতে তাঁরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ইস্যুতে নো ছাড় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকেও। তা সে যতই হোক না কার্তিকবাবুর দিদি তাঁদের বিভাগীয় দফতরের মন্ত্রী। সুতরাং বেগতিক পরিস্থিতি বুঝতে রণে ভঙ্গ দিলেন গণদিদির ভ্রাতা। টিভি নিউজের লাইভ কভারেজের দৌলতে সারা বাংলা তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখলো সেই দৃশ্য, ম্যারাপের ভিড় সত্যি কিন্তু পাতলা হয়ে গেল নিমেষেই পুলিশি কড়া দাওয়াইয়ে। প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল, সুদীর্ঘ পনেরো বছরের একটা অভ্যাসে পরিণত হওয়া মোসাহেবি তৈলসিক্ত ক্যারেক্টার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম চুপষে গেল কিনা একটা অতি সাধারণ পুলিশের চমকানিতেই। তাও আবার জনগণের সামনে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এটাও কি মানতে হবে শেষে কার্তিকবাবুকে।

তিনে নেত্রর পরিভাষায় রাজ্য পুলিশের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হওয়ার আরও একটা নিদর্শন পাওয়া গেল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের দিনে। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে। ঘটনাস্থল বর্ধমানের ২১ নম্বর ওয়ার্ড। রাস্তার মধ্যে আলো করে চেয়ারে বসেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ উঠেছিল তাঁর প্রতি, উনি নাকি রাস্তায় চলাচলকারী ভোটারদের ধমক দিয়ে প্রভাবিত করছিলেন। এই খবর কানে যেতেই রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একযোগে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে এক রাজ্য পুলিশ সপাটে লাঠিপেটা করে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরকে। তৃণমূলের জমানায় টিএমসি কাউন্সিলর পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হচ্ছে, এই দৃশ্য যে রাজ্যের গণদেবতার কাছে আক্ষরিক অর্থেই অকল্পনীয়। শুধু লাঠিচার্জ? একইসঙ্গে অপর রাজ্য পুলিশ লাথি মেরে চেয়ার রাস্তায় ফেলে দিল। আর বেচারা কাউন্সিলর? ‘চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা’–র অনুকরণে পত্রপাঠ এলাকা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন বাধ্য ছেলের মতো। যদিও এযাবৎ উক্ত কাউন্সিলরের কোনও বক্তব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এবার আবার না হয় ফেরা যাক বহুল চর্চিত সেই ভবানীপুর কেন্দ্রেই। তিন নম্বর বিষয়েও কলকাতা পুলিশ দেখিয়ে ছাড়লো ভোটের দিন তাঁদের ডিউটির মাহাত্ম্য। এটা প্রকৃতই সুপ্রতিষ্ঠিত হলো, প্রশাসন ও পুলিশ যদি মনে করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে সদিচ্ছা সহকারে, তা কায়েম করতে ২৪ ঘন্টাও সময় লাগবে না। তা সে যত সুগভীর অরাজক পরিস্থিতি হোক না কেন। প্রয়োজনে যত বড়ই হস্তি হোক না কেন আইনের চোখে কাউকে রেয়াত করা হবে না। এবার এই আপ্তবাক্যটি প্রকৃতই রাজ্যবাসীকে একযোগে মনে করিয়ে দিল ভারতীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এ প্রসঙ্গে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের বচসা উল্লেখ না করলেই নয়। বলে রাখা দরকার এই কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল প্রভাব ভবানীপুর কেন্দ্রে বর্তমানে এখনও অবিসংবাদী। কারণ একটাই বলে সমালোচকরা মনে করেন। আসলে ওনার একটা পরিচয় হলো তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ। ওরে সর্বনাশ! এ তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ফলে রাজ্যের দুঁদে রাজ্য পুলিশের আইপিএসরাও অনেকে তাঁকে রীতিমতো সমঝে চলেন। দরকারে তাঁকে তোয়াজ করতেও কসুর করেন না কেউ কেউ। আর ভোটের দিন এক সাদা পোশাকের সাধারণ পুলিশ কর্মী শেষমেষ তাঁকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে ছাড়লো। এমনটা মেনে নেওয়া যায় নাকি? সেই এক নিয়ম ভাঙা নিজস্ব নিয়মের স্বেচ্ছাচারী অভিযোগ। তিনিও ওই এলাকার একটি অঞ্চলে একাধিক জনের জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। সেই তথ্য পেয়েই কলকাতা পুলিশ সটান তাঁর সকাশে এসে দাঁড়ায়। কাজরীদেবীর উদ্দেশ্যে তাঁর সরাসরি নির্দেশ, এভাবে জমায়েত চলবে না। এটা বেআইনি। ভিড় হাল্কা করুন। মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ কিছু বোঝাতে গেলে ওই কলকাতা পুলিশ তাঁকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই এখানে এই জটলা করতে দেওয়া হবে না মানে হবেই না। পুলিশের এই একরোখা মনোভাবে শেষ পর্যন্ত কাজরীদেবী নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হোন। যদিও তিনি বলেন, আমি ভোটের নিয়ম মেনেই এখানে ছিলাম চারজনে। পুলিশ অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকৃত ভাবে জড়িয়ে আমাকে টার্গেট করছে, এটা ইলেকশন কমিশনের চক্রান্ত। বাস্তব ঘটনা কিন্তু কাজরীদেবীর মন্তব্যকে আদৌ সমর্থন করে কিনা তা নিয়েও বিতর্ক উঠেছে। কারণ, ক্যামেরার ছবি আদতে পুলিশের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি। সুতরাং সমালোচকদের এখন একটাই প্রশ্ন, ছবিতে দেখাচ্ছে ওই জটলা ছিল ভোট দিবসের নিয়ম বহির্ভূত। তাতে সগৌরবে অংশ নেন তিনি। সেক্ষেত্রে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় অসত্য ভাষণ দিলেন কেন? শুধু কি নিজেকে বাঁচাতে? নাকি রাজ্য পুলিশি নিয়ন্ত্রণ আলগা হচ্ছে ভেবে?

শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ, রেকর্ড গড়ল পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায় : কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া কার্যত মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হল পূর্ব বর্ধমানে। সেইসঙ্গে এবারে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হারে রাজ্যে রেকর্ড গড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলা। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত জেলার কোথাও ভোটগ্রহণ পরবর্তী হিংসার কোনও খবর মেলেনি। এই দফায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দফায় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী এই জেলায় ভোটদানের হার ৯৩.৫১ শতাংশ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আউশগ্রাম কেন্দ্রে–৯৪.০৬, বর্ধমান উত্তর–৯২.৯০, বর্ধমান দক্ষিণ–৮৯.৩৪, ভাতাড়–৯২.৯৬, গলসী–৯৩.৬৬, জামালপুর–৯৩.৭২, কালনা–৯২.০৫, কাটোয়া–৯০.০৩, কেতুগ্রাম–৯১.৮৩, খণ্ডঘোষ–৯৩.৩৩, মঙ্গলকোট–৯২.৪৩, মেমারি–৯৩.১৩, মন্তেশ্বর–৯২.৬৪, পূর্বস্থলী উত্তর–৯১.৩৮, পূর্বস্থলী দক্ষিণ–৯২.৭৭ এবং রায়না কেন্দ্রে–৯৩.১৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

অন্যদিকে, এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ছোটখাটো অপ্রীতিকর ঘটনায় কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়ায়। জেলাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রীয়তার প্রতিবাদে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ দলীয় কর্মীদের নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। কালনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে এক তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই কেন্দ্রের একটি বুথে একজন মহিলার অভিযোগ, তিনি ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর ভোট আগেই কেউ দিয়ে দিয়েছে। মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি জায়গায় নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনায় বেশ খানিকটা উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এই কেন্দ্রের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর অভিযোগ, একটি বুথের ইভিএমে তার নাম ও ছবির ওপর স্টিকার সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর মারমুখী আচরণে সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায় বলে তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ। এই কেন্দ্রেই একটি বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএম কর্মী–সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। বর্ধমান শহরে রাস্তার ওপর চেয়ার পেতে বসে থেকে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এক কাউন্সিলরকে শবক শেখায়। গলসীতে ভোটারদের মদ খাইয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলে বিজেপি। আউশগ্রামের একাধিক বুথে এজেন্টদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাঝি। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিষয়টিকে

বিজেপির উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগ বলে মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও কেতুগ্রাম কেন্দ্রের বিরুরী গ্রামে একটি পুকুরপাড়ে গোটা ছয়েক বোমা পড়ে থাকার খবর পেয়েই পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি জেলাজুড়ে অসংখ্য বুথে দফায় দফায় ইভিএম বিকল হয়ে পড়ার ঘটনায় ভোটদান প্রক্রিয়া বেশ কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় এবং এ নিয়ে ভোটদাতাদের মধ্যে অসন্তোষও দেখা দিয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত জেলাবাসী দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে উৎসবের মেজাজেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তৃপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে, একই সঙ্গে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এদিন কিছু ব্যতিক্রমী ছবিও ধরা পড়েছিল। মেমারির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রাসবিহারী হালদারকে দেখা গেল দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মাটিতে বসে খোশমেজাজে মুড়ি–চানাচুর খেতে। আউশগ্রামের উক্তা গ্রামের এক বাসিন্দা শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও পরিজনের কাঁধে খাটিয়ায় শুয়ে প্রায় আধ কিমি দূরবর্তী বুথে ভোট দিয়েছেন। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় এদিন ফুরফুরে মেজাজে ভোটদান করার পরপরই নিজের কেন্দ্রের অন্যান্য জায়গায় ভোট পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়েন। কাটোয়া কেন্দ্রের ছ’বারের বিধায়ক এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এদিন সকালেই ভোট দেওয়ার পর জেলাজুড়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শুরু করে দেন। জেলায় ৬১১টি মহিলা পরিচালিত বুথ হয়েছিল হয়েছিল। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের এই পিঙ্ক বুথগুলিও পরিদর্শন করেন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। কিছু কেন্দ্রে ভোটারদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। তবে, আগামী ৪ মে এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলাবাসীর মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। গতবার জেলার সর্বত্রই বিরোধীশূন্য ফল হয়েছিল। ১৬টি কেন্দ্রেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। বিজেপি ছিল দ্বিতীয় স্থানে এবং বামেরা তৃতীয় হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতেই একাধিক সংস্থার ‘এক্সিট পোল’ প্রকাশ হতেই রাজ্যজুড়ে জনমানসে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে। ভোট পরবর্তী সমীক্ষার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারছে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। এমনকী বামদল এবং কংগ্রেসও নাকি এবার শূন্য কাটাতে পারে বলেই আভাস। তবে ‘এক্সিট পোল’ নিয়ে একদমই চিন্তিত নন প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বুধবার সন্ধ্যায় মোবাইলে নেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘কিছু অপ্রীতিকর ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে জেলাজুড়ে মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ হয়েছে। মানুষ সর্বত্র উৎসাহের সঙ্গেই ভোট দিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত কেন্দ্রে এবারও তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে এবং রাজ্যে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়বে।’ জেলাবাসীর একটাই প্রত্যাশা, রাজ্যে যে সরকারই গঠিত হোক তা যেন সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলে।

পাঠকের কলমে

রেলের রিজার্ভেশন ফর্ম বড় করা হোক

ভারতীয় রেলের রিজার্ভেশন ও বাতিল ফর্ম ছাপা অত্যন্ত ছোট অক্ষরে। লেখার জায়গা ও ঘরের ফাঁক থাকে খুব ছোট ছোট। কাগজ–ও নিম্নমানের, লেখা অস্পস্ট। ফলে ফর্ম ফিলাপ করতে অসুবিধা হয়। একটু বড় নাম হলে লেখা যায় না।

INDIAN RAILWAY
RESERVATION / CANCELLATION REQUISITION FORM

আঞ্চলিক ভাষায় লেখা না থাকাতেও ফর্ম ফিলাপে অনেকে অসুবিধায় পড়েন। তাই রেল বিভাগের কাছে আমাদের প্রস্তাব– ভালো কাগজে বড় বড় অক্ষরে, বড় বড় ফাঁক দিয়ে ছাপা হোক রেলের রিজার্ভেশন ফর্ম। আর বাংলার জন্য ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও ছাপা হোক রেলের রিজার্ভেশন ফর্ম।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

হুগলীতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

সুব্রত মণ্ডল : সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই হুগলী জেলায় শেষ হল ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের হার প্রায় ৯১.২৩ শতাংশ। প্রশাসনের কড়া নজরদারি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি এবং নির্বাচন কমিশনের একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে জেলার অধিকাংশ বুথেই নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তবে কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা, ইভিএম বিকল হওয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠে এসেছে।

বিগত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, ভোটারদের টাকা বিলি, ভীতি প্রদর্শন, গাড়ি ভাঙচুর, প্রচারে কুকথার সাময়িক স্বস্তি ঘটছে ভোটদানের মধ্য দিয়ে।

জেলার ১৮টি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোটদানের হার ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। মহিলা ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম কয়েক ঘণ্টা শান্তিপূর্ণ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কেন্দ্রে উত্তেজনার খবর আসে। আরামবাগ ও গোঘাটে একাধিক বুথে শাসক ও বিরোধী কর্মীদের মধ্যে বচসা এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। কিছু জায়গায় ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গোঘাটে একটি বুথে ইভিএম বিকল হওয়ায় প্রায় এক ঘণ্টা ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে, পরে তা পুনরায় শুরু হয়।

বলাগড় ও ধনিয়াখালিতে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটে, বলাগড়ের গুপ্তিপাড়ার একটি বুথে ইভিএম গণ্ডগোলে প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে, এই বিধানসভা দুটির কয়েকটি বুথে রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, কিছু জায়গায় ভোটারদের লাইনে দাঁড়াতে বাধা দেওয়া হয় এবং বাইরে থেকে লোক ঢোকানোর চেষ্টা হয়। কিছু বুথে কম্প্যানিয়ন ভোট না দিতে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠে প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পাণ্ডুয়া ও তারকেশ্বর কেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের ভিড় ছিল উল্লেখযোগ্য। এই দুটি কেন্দ্রে দিনের শেষে ভোটদানের হার জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে জানা গেছে। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় এজেন্টদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। জাঙ্গিপাড়া ও সিঙ্গুরে ভোটার প্রভাবিত করা, ভুয়ো ভোট এবং বুথ দখলের চেষ্টা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পরিবেশ তৈরি হয়। যদিও প্রশাসন এসব অভিযোগের বেশিরভাগকেই 'নিয়ন্ত্রণে' বলে দাবি করেছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোটের উপর নির্বাচন শান্তিপূর্ণ। প্রায় সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। কোথাও বড় ধরনের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেনি বলেই দাবি প্রশাসনের। অনেক ভোটারই জানিয়েছেন, আগের নির্বাচনের তুলনায় এবারের ভোট অনেকটাই শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ জেরক্স করে রাখতে হবে ওই স্লিপটি বিএলও যাচায়ের পর জমা করে নেবেন বলে গুজব ছড়িয়েছিল কিন্তু সেগুলি কেউ জমা নেয়নি যারা জেরক্স করেছেন তাদের আক্ষেপ শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা জলে গেল। কিছু জায়গায় স্থানীয় স্তরের উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক চাপের অভিযোগও উঠে এসেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিক্ষিপ্ত কিছু উত্তেজনা ও কারিগরি সমস্যাকে সঙ্গী করেই হুগলী জেলায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন নজর ফলাফল ঘোষণার দিকে, যেখানে নির্ধারিত হবে জেলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

সামগ্রিক ভাবে ফলা ফল যাই হোক না কেন বেচারাম মান্না, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, করবী মান্না, বিদেশ বসু, রঞ্জন ধাড়া, সমীর চক্রবর্তী, অসীমা পাত্র তাদের গড় সুরক্ষিত রাখতে পারবেন না সন্তু পান, সুমনা সরকার, স্বরাজ ঘোষ, বিভিন্ন বিধানসভাতে ধস নামবে। না বামফ্রন্ট নতুন করে বিধানসভায় সদস্য পাঠাতে সক্ষম হবে। সব উত্তরের উত্তর মিলবে আগামী ৪ মে।

ছবি : মলয় সুর

সৌজন্যের নজির : মুখোমুখি দুই যুযুধান শিবিরের প্রার্থী। ডা: রানা চ্যাটার্জি ও রুদ্রনীল ঘোষ। বুধবার ভোটের দিন দু'জনের হঠাৎ সাক্ষাতে রুদ্রনীলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সৌজন্য বিনিময় করেন রানা চ্যাটার্জি।

অধিকার : ১ থেকে ৫ নম্বর ছবি বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের চরিয়াল মোড়ে জনতা বিদ্যামন্দির সকাল আটটার সময় উপচে পড়া ভিড়। **ছবি : অরুণ লোধ**

কর্তব্য : ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা যিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে নজর রাখছেন। **ছবি : অরুণ লোধ**

মডেল : সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটি মডেল বুথ।

জলজ : নির্বাচনী প্রচারের ভরসা পুকুর। চুঁচুড়ার তালডাঙায়। **ছবি : নিজস্ব**

মুটিয়া-সহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের মে-দিবস

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া: মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের ডাকে কেরাণীবাঁধের নন্দী মিল, রেলওয়ে গুডস সেড, মুটিয়া ভবন, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে রাসবিহারী ব্যানার্জী ভবন, বাস শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে গোবিন্দনগর

বাসস্ট্যান্ড-এ, লাইট এন্ড মিডিয়াম ভেইকেলস শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে তামলীবাঁধে ও পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বাঁকুড়া পৌরসভার গেটে পতাকা উত্তোলন, মিছিল ও সভায় সামিল হলেন শহরের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত অসংখ্য শ্রমিক। এই কর্মসূচিগুলিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী, ভৃগুরাম কর্মকার, উজ্জ্বল সরকার, তপন দাস, অশোক ব্যানার্জী, মানিক গরাই, সোহরাব মণ্ডল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ফলতায় ইভিএম-এ কারচুপির অভিযোগ, রি-পোলের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ দফার নির্বাচনের দিনেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভা(১৪৪) কেন্দ্রে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা রীতিমতো দাপিয়ে ব্যাটিং করলেন গোটা বিধানসভা জুড়ে। ১০০ কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সিআরপিএফের ডিজিকে নিয়ে সাঁজুয়া গাড়িসহ ফলতা বিধানসভার অলিগলিতে যেখানেই অভিযোগ পেয়েছেন ছুটে গেছেন। সকাল ১০:৪০ হরিণডাঙ্গা হাই স্কুলের সামনে তখন লম্বা লাইন। এই বিদ্যালয়ে ১৭০ এবং ১৭১ নম্বর বুথ সকাল ১০:৪০ মিনিটেই প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পড়ে গেছে। হঠাৎই ওই সময় পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয় চলে আসে, সেই কনভয়ে আমরা সাংবাদিকরা সামিল হয়ে যাই। তারপর ওই কনভয় বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ফলতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার থানার সন্নিকটে একটি স্কুলে সিআরপিএফ ক্যাম্পে মিটিংয়ে বসেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। কিন্তু সেই সময় বিভিন্ন বুথ থেকে খবর পাওয়া যায় যে প্রায় ৭০টার মতন বুথে বিজেপি প্রার্থীর ইভিএমের যে বোতাম সেখানে সেলোটেপ লাগানো আছে। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ৭০টা বুথে সেলোটেপ লাগানো আছে, বিজেপি প্রার্থীর বাটনে এবং ৭০টি বুথে বিজেপি প্রার্থীর বাটনে আতর লাগানো আছে। মল্লিকপুরের একটি বুথে এক্সট্রা ক্যামেরা লাগিয়ে নজরদারি করেছে শাসক দল এমনই অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। একজন ভোটার বিজেপিতে ভোট দেওয়ায় তাকে নিগৃহীত হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী বলেন, সমস্ত বিষয়টি কমিশনকে জানানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জানা যায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর অবজারভারদের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে প্রয়োজন হলে ফলতা বিধানসভায় যে সমস্ত বুথে ইভিএম এর অভিযোগ উঠেছে সেখানে রিপোল হতে পারে, প্রয়োজনে সমস্ত বিধানসভাতেই পুনর্নির্বাচন হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২৯ এপ্রিল শেষ দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিধানসভা ভোট সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু ওই দিন মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা এবং বজবজ বিধানসভায় বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএম-এ কারচুপির অভিযোগ করেছিল বিরোধী প্রার্থীরা। গত দুদিন ধরে কমিশন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রের খবর যে আগামী ২ মে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন হতে পারে।

মাঝেরহাট স্টেশনে রেলের স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলওয়ের স্বচ্ছতা বিশেষ অভিযান ৫.০ প্রকল্পাধীন মাঝেরহাট স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী বস্তি এলাকায় স্বচ্ছতা নিয়ে সচেতনতা অভিযান সম্পন্ন হল। মাঝেরহাটের মুক্তি স্কুলের বস্তিবাসী পড়ুয়াদের ও ঘোলসাপুর বয়েজ এন্ড স্কাউট এর সদস্যদের নিয়ে পূর্ব রেলওয়ের এজিএম শৈলেন্দ্র প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে এই অভিযান চলল আজ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত। মাঝেরহাট রেললাইনের ধারে বস্তি ও রেললাইন পরিষ্কারে সকলে মিলে হাত লাগান। মাননীয় এজিএম বস্তি পরিদর্শন করেন এবং বস্তিবাসীদের বস্তি পরিষ্কার রাখার কথা বলেন। সম্প্রতি সন্তোষপুর স্টেশন-বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকার কথাও বলেন। এরপর মুক্তি স্কুলের পড়ুয়াদের তাদের এলাকা ও বাসস্থান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য উৎসাহ দেন। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবপ্রসাদ মাঁঝী, বরিষ্ঠ মন্ডল ইঞ্জিনিয়ার(এইচএম) নিলেশ কুমার বল্লভী সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ এবং মুক্তি স্কুলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ কুলে প্রমুখ।

মে দিবস উপলক্ষে বড়জোড়া ব্লকের হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে হরেকৃষ্ণপুর করুনা বিড়ি সমবায় সমিতির উদ্যোগে ঐতিহাসিক মহান মে দিবস উপলক্ষে মিছিল সারা গ্রাম পরিক্রমা করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

বেশ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে হাওড়ায়

সুমন আদক : কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছে হাওড়ার ভোটগ্রহণ। এদিন তৃণমূলের এজেন্টদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়ায়। মধ্য হাওড়ায় ধারাল অস্ত্র সহ এদিন আটক হন এক যুবক। এছাড়াও স্লো-পোলিং থেকে শুরু করে ইভিএম খারাপের অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার একাধিক বুথে। তথ্য অনুযায়ী বিকেল ৫টা পর্যন্ত হাওড়া জেলায় ভোটের হার ৮৯.৪৪%। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। সকালের দিকে হালকা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মানুষকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বয়স্ক, শারীরিক প্রতিবন্ধী হুইল চেয়ারে ভোট দিতে এসেছেন এমন ছবিও দেখা যায়। এদিন হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের ডন বসকো লিলুয়ায় সোহনলাল দেওরালিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ইভিএম খারাপ এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, বাংলা বলায় এজেন্টদের মারধর করা হয়। এর বিরুদ্ধে সরব হন বালির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী। ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ নম্বর বুথে গন্ডগোলের অভিযোগ ওঠে। এদিন সকালে মধ্য হাওড়ায় কাসুন্দিয়া মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরূপ রায়। ভোটদানের পর তিনি জানান, আপাতত ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ঠিকঠাক চলছে। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানের আহ্বান জানাই। এর পাশাপাশি হাওড়ার শিবপুর বিধানসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ এদিন সকালে তাঁর নিজের ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটদানের প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। পরে দুপুরে জগাছা গার্লস স্কুলে তিনি ভোটদান করেন। তিনি বলেন, এটা গণতন্ত্রের লড়াই। সবাই নিজের ভোট যাতে সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেন এটাই আশা করব। তিনি আরও বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ভোট দিতে পেরেছেন। এবারও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ঠিক সেইমতোই নিজের মতো করে মানুষ ভোট দিচ্ছেন।

দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভার থানামাখুয়া মডেল হাইস্কুলের ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটারদের হেনস্থার অভিযোগ তোলেন বিজেপি

প্রার্থী শ্যামল কুমার হাতি। সেক্টর অফিসারের বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ভোটকেন্দ্রের ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও আন্দুল রোডের উপর ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে এবং ধীরগতিতে ভোটগ্রহণ চলছে। তার দাবি, এই পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের স্বার্থে কাজ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শ্যামল বাবু জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি এদিন বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লালাবাবু শায়র রোডে তৃণমূল ক্যাম্পে দুপুরের লাঞ্চ টাইমে মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয় বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। এই ঘটনা শুনেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। অবিলম্বে দোষী পুলিশকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এই দাবি তোলা হয়। এদিন কৈলাশ মিশ্র বলেন, বালিতে বুথ এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই বিজেপির অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে এদিন কাজ করেছে। কোথাও পুলিশ মারধর করছে। অন্যদিকে, এদিন মধ্য হাওড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নরসিংহ বোস লেন এলাকায় ধারালো অস্ত্র হাতে এক যুবককে ঘুরতে দেখা যায়। ভাইরাল হয় সেই ভিডিও(ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি এই সংবাদমাধ্যম)। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই যুবক এলাকার বাসিন্দাদের বিজেপিতে ভোট দেওয়ার কথা বলছিলেন এবং ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে শিবপুর থানার পুলিশ ওই যুবককে আটক করে এবং ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করে। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিকে, এদিন উত্তর হাওড়ার নন্দীবাগান ফার্স্ট বাই লেনের ১৪৪ নম্বর বুথে ফলস ভোট দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তৈরি হল তুমুল উত্তেজনা। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই। বুথের ভেতরেই প্রিসাইডিং অফিসারের সাথে তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন তিনি। উমেশ রাইয়ের অভিযোগ, বেলা বাড়ার সাথে সাথেই শাসকদল ভোট লুঠের মরিয়া চেষ্টা চালায়। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় তিনি নিজে বুথে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। ইতিপূর্বেই পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। এদিন হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৯ নম্বর বুথের সামনে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে বুথ জ্যামের অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এদের সরিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি এদিন বালি বিধানসভা কেন্দ্রের সোহনলাল দেউরালিয়া বালিকা বিদ্যালয় ১৫২ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ। বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ।

সাব-ইন্সপেক্টরের মৃত্যু

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : কাজে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক সাব-ইন্সপেক্টরের। মৃতের নাম শুভজিৎ নাথ (৫১)। তিনি সোনারপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সোনারপুর মহাবিদ্যালয় থেকে ইভিএম মেশিনগুলি যাদবপুরের এপিসি পলিটেকনিক কলেজে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল

তাঁর। কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর শুভজিৎ নাথ থানা থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর অসুস্থ বোধ করলে অন্যান্য সহকর্মীরা তাঁকে সোনারপুর লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নিয়ে যান এবং সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই ওই পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান ডাক্তারের। জানা গিয়েছে, শুভজিৎবাবু ২০২৪ সালের শেষে সোনারপুর থানায় পোস্টিং পেয়েছিলেন। সোনারপুর থানার আধিকারিক আশীষ দাস সহ অন্যান্য অফিসারেরা মানসিক দিক থেকে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। শুভজিৎবাবুর দুটো ছেলে। বড় ছেলেটা ক্লাস ফাইভে পড়ে, ছোট ছেলে ক্লাস থ্রি। উত্তর ২৪ পরগনা ব্যারাকপুরে ওনার বাড়ি ছিল। গার্ড অফ অনার জানিয়ে শেষ সম্মান সম্পন্ন করা হয় সোনারপুর থানায়।

জওয়ানের মৃত্যু : ভোটের ডিউটি করতে এসে মৃত্যু হল মধ্যপ্রদেশ পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টরের। মৃতের নাম শ্রীনিবাস সিং(৬১)। বাড়ি মধ্যপ্রদেশের মহিহারী জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও এখানে ভোটের ডিউটিতে এসেছিলেন। তিনি বালি ঘোষপাড়ায় নিশ্চিন্দা গার্লস স্কুলে ছিলেন। ১ মে দুপুরে তিনি হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে পুলিশ হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই সেই খবর পাঠানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের কাছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কিডনির অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চালু হবে সুইমিং পুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার গর্ব দেশবন্ধু পার্ক সুইমিং পুল। কিন্তু সেই দেশবন্ধু পার্কের সুইমিং পুলটির ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেনটেনেন্স জীর্ণদশাতে চলে যাচ্ছে। 'আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসাইকল সিস্টেম', বিদ্যুতায়ন এবং 'ওভারগ্রাউন্ড পুল' এবং গ্যালারী সব কিছু নিয়ে বারেবারে পৌর ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদের তৎপরতায় সারানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধানের রাস্তা বার করা যায়নি। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব পৌর ক্রীড়া দপ্তরের নেতৃত্বে এই সুইমিং পুল চালু হোক। ২০২৬-এর সন্তরণ প্রস্তুতি চালু করা গেলে স্থানীয় সাঁতারপ্রেমীরা উপকৃত হবে। ওখানে ৩টি ছোটো পুলে ক্লাবগুলি যে সুইমিং করতো, সেই পুলের তলাগুলি ফেটে গিয়েছে। ফলে সেখান দিয়ে জল বেড়িয়ে যাচ্ছে। আর বড়ো পুলটির সমস্যা রয়েছে।

এবিষয়ে পৌর ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, এটা অত্যন্ত যথাযথ প্রস্তাব। এবং তাঁর যে উদ্বেগ যেগুলি তিনি প্রস্তাবে বলেছেন, সেগুলির সঙ্গে আমিও একমত। এটা নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। সমস্যা হচ্ছে, যে পরিকাঠামো ওখানে তৈরি হয়েছে, তা এতো বৃহৎ পরিকাঠামো যে এটি সাধারণ সুইমিং পুল নয়। এর আগে বিভিন্ন সময়ে আমরা নিবেদিতা পার্কে যে পুলটি তৈরি করেছি, সেটা কলকাতা জেলা সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনকে দিয়েছি। সেটা খুব ভালো চলছে। প্রচুর সাঁতারুরা সেটা ব্যবহার করছে।

কিন্তু দেশবন্ধু পার্কের সুইমিং পুলের পরিকাঠামো এতো বৃহৎ যে, রক্ষণাবেক্ষণ এতোটা বেশি, যে সঠিকভাবে কোনও সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব না নিলে সুইমিং পুলটি চালানো খুবই মুশকিল। তবে মহানাগরিক সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে, আপনারা জানেন রাজ্য সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন জায়গায় অ্যাকাদেমি তৈরি হয়েছে। পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরে এরকম একটা অ্যাকাদেমি তৈরি হয়েছে। আমরা বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন, যাঁরা এখানকার পেরেন্ট বডি, তাদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। আমরা আশা রাখি যে, এপ্রিল মাসের মধ্যেই যাতে এই সুইমিং পুলটি চালু হয়, নিশ্চয়ই কোনও সংস্থা আইনগত নিয়মে এটা নিয়ে তারা চালাবে। এটার পিছনে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। আর বড়োটা চালু হওয়া না হওয়ার ওপরে কোনও সমস্যা নেই।

তার কারণ, দেশবন্ধু পার্কে অনেকগুলি সুইমিং ক্লাব ইতিমধ্যেই আছে। এখানে ৪টি সুইমিং ক্লাব পাশাপাশি আছে। এবং প্রত্যেকে তাদের কিডস্ পুল তারা পেয়েও গিয়েছে এবং তারা ইতিমধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড শুরুও করে দিয়েছে। প্রায় ২ বছর ধরে তারা পুল পেয়েছে এবং তারা পুল ব্যবহারও করছে। শুধুমাত্র মূল পুলটি নিয়েই যত সমস্যা। আশা করছি, এপ্রিল মাসের মধ্যেই বা মে মাসের শুরুতেং সেটা চালু করতে পারবো বলে মেয়র পারিষদ জানান।

ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ফলাফল আগামী ৮মে শুক্রবার সকালে প্রকাশিত হবে। ওই দিন সকাল ১০.১৫ থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা রেজাল্ট দেখতে পারবে এবং সকাল ১০.৩০ থেকে বোর্ডের একাধিক ক্যাম্প অফিস থেকে স্কুলের স্বীকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট ও পাস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবে। পরীক্ষার্থীরা দুপুর দু'টোর পর নিজ নিজ স্কুল থেকে মার্কশিট ও পাস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবে। এবছর মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৯,৭১,৩৪০ জন। এতে ছাত্রীদের সংখ্যা ৫,৪৪,৬০৬ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা ৪,২৬,৭৩৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী ছিল ১ জন। রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করবে আগামী ১৪মে বৃহস্পতিবার। এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বেলা ১১টা থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ফলাফল জানতে পারবে। তবে কোন্ কোন্ ওয়েবসাইটে ফলাফল জানা যাবে তা সংসদ সঠিক সময় পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবে। ১৫মে শুক্রবার পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ স্কুল থেকে মার্কশিট ও শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এবছরই প্রথম সেমিস্টার সিস্টেম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছে। এবার তৃতীয় সেমিস্টার, চতুর্থ তথা চূড়ান্ত সেমিস্টার ও পুরনো পদ্ধতি মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭,১০,৮১১ জন। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ তথা চূড়ান্ত সেমিস্টারে পরীক্ষার্থী ছিল ৬,৩৫,৮৬৪ জন।

বর্ষার আগেই জমা জল নিকাশিতে তৎপর কেএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা প্রাক্-মৌসুমী কালবৈশাখীর জেরে মধ্য কলকাতার একাধিক এলাকায় জল জমার ছবি নতুন করে প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। বর্ষা আসার আগেই জমা জল নামানোর পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। সেই লক্ষ্যে মধ্য কলকাতার হৃষীকেশ পার্কে

নির্মীয়মাণ নতুন ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনটি আগামী জুন মাসের শুরুতেই আংশিকভাবে চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ৪ নম্বর বরো(ওয়ার্ড নম্বর ২১-২৮, ৩৮ ও ৩৯) এলাকার পয়ঃনিষ্কাশনী ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ পাম্পিং মেইন স্টেশন উন্নতি করা হচ্ছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬৮ কোটি টাকার এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ মে মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যাতে চলতি বছরের বর্ষা পুরোপুরি শুরু হবার আগেই অন্তত আংশিক পরিষেবা চালু করা যায়। এই পাম্পিং স্টেশন চালু হলে উত্তর কলকাতার একাধিক জলজট প্রবণ এলাকার জল নিকাশির সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে বলে মনে করছে কলকাতা পৌর প্রশাসন। বিশেষ করে আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া, ঝামাপুকুর লেনের মতো এলাকায় প্রতিবছর বর্ষার সময় জল জমে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। একথা বহুলচর্চিত দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জারি রয়েছে। কারণ দর্শাতে গিয়ে পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদের মতে, বর্তমানে এই সব এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভারী বৃষ্টির চাপ সামলানোর মতে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এমন কী গঙ্গার জোয়ার বা বান এসে থাকলে এই সব এলাকার অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে পড়ে। এমন কী আচমকা কালবৈশাখী ঝড় বা অল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন পাম্পিং স্টেশনটি তৈরি করা হচ্ছে। যা দ্রুত জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কলকাতা পৌরসংস্থার বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি প্রকল্প চালু হলে জল নামার গতি বাড়বে এবং দীর্ঘক্ষণ জল দাঁড়িয়ে থাকার সমস্যা অনেকটাই কমবে।

কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম আগেই এই প্রকল্পের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই উদ্যোগে আশাবাদী হলেও পুরোপুরি আশ্বস্ত নন। আমহার্স্ট স্ট্রিটের প্রাক্তন এক ফটো জার্নালিস্টের কথায় মাঝারি বৃষ্টিতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বর্ষার জল দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে ভোগান্তি চরমে ওঠে। নতুন পাম্পিং স্টেশন চালু হলে কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন এলাকাবাসী।

বার্তা

অঙ্গীকার : হঠাৎ দুর্ঘটনায় ভেঙে গিয়েছে পা। তবুও সতীর্থদের সাহায্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন বড়িশা পূর্ব পাড়া এলাকার এক বাসিন্দা।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ : বালিগঞ্জের এক বৃদ্ধা হুইল চেয়ারে করে পৌঁছলেন ভোট দিতে।

বাধাহীন : হোক না বৃষ্টি, পরিবারের সাথে ছাতা মাথায় দিয়েও ভোট দিতে পৌঁছলেন ভবানীপুরের দুই বৃদ্ধা। **ছবি : প্রীতম দাস**

বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোটকেন্দ্রে প্রবীণরা

প্রিয়ম গুহ : হাইভোল্টেজ ভবানীপুরের মোমিনপুর এবং পটুয়াপাড়ায় খণ্ডযুদ্ধ বাঁধলেও কড়া হাতে দমন করেছেন পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। দক্ষিণ কলকাতায় অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় ভোটদানের হার কিছুটা কম থাকলেও এবারের ভোট তা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যান্য বারের তুলনায়। ভবানীপুরের বিভিন্ন বুথে সকাল সকাল ভোটদানের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। আবাসন এবং অবাঙালী ভোটারাও তৎপরতার সঙ্গে তাদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য পালন করেছে। দ্বিতীয় দফায় তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মেঘের ঘনঘটা। কিছুক্ষণের বৃষ্টিও ভোটে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। আঠারো থেকে আশি প্রত্যেকেই ছাতা হাতে ভোটগ্রহণকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়েছে। যদিও বালিগঞ্জ এবং রাসবিহারিতে লক্ষ্য করা যায়নি। যার মূল কারণ হল অধিক ভোটকেন্দ্র। তবে বারবার উঠে আসছিল 'স্লো ভোটিং'-এর তত্ত্ব। পর্যালোচনায় বোঝা গিয়েছে এর মূল কারণ হল আগে ৪ সেকেন্ড সময় লাগত ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ করতে, এবার সেটা শেষ করতে লেগেছে ৭ সেকেন্ড। তবুও ভোটাররা বিরক্ত হননি লাইনে দাঁড়াতে। অনেকেই

দু ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও তাদের ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। প্রবীণ নাগরিক এবং শারিরিক প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এইবারে তাদেরকে কোনও ভাবেই লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। বেশিরভাগ বুথের চিত্রে উঠে এসেছে বয়স্করা হুইল চেয়ারে করেও তাদের নিজেদের ভোট নিজেরাই দিয়েছেন। ডাইশেসিয়ানের মডেল বুথে বাঙালি-অবাঙালি সবাই সকাল সকাল লাইন দেয় যা ফুটপাতে এসে পৌঁছয়।

শহরতলীর বেহালার বুথ চিত্রে বেশ সকলের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ ধরা পড়েছে। এ ভোট যেন মিলিয়ে দিয়েছে প্রতিবেশিদের। প্রত্যেকদিনের জীবনের ব্যস্ততায় নিজের পাড়া-প্রতিবেশিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং গল্প করার সময় হয়ে ওঠে না কিন্তু ভোটের লাইন যেন সেই সময়গুলিকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই তারা কেউই বিরক্ত নয়। তবে সেই বেহালাতেই দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর এক মহিলা ভোটার কমিশনের কাছে আবেদন করেন যেন পরেরবার থেকে বসার জায়গা এবং জলের ব্যবস্থা থাকে। একসাথে সবাই ভোটকেন্দ্রের চলে যাওয়ার ফলেই এহেন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। বিগত কয়েকবারের ভোটে বারবার আমরা লিখেছি সন্ত্রাস এবং সৌজন্যতার অভাবে শহরবাসীরা ভোটবিমুখ হয়ে পড়ছেন। তাদের বিরক্তি তুলে ধরতেন তবে এবাররে ভোট উৎসব অনেকটাই অন্য ছবি তুলে ধরলো। নিজেদের মত প্রয়োগে সবাই উৎসাহী। নির্বাচন কমিশনের এই সুষ্ঠ ভোটের প্রতিফলন সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই সকলকে উৎসাহিত করবে। ভোটাররাও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মোটের উপর কিছু বিভিপ্ত ঘটনা ছাড়া কলকাতা ও শহরতলীর ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে নির্বিঘ্নেই।

সরকার ম্যাজিক : যেটা ছিল তাঁর বিদ্যামন্দির এখন সেটাই গণতন্ত্রের মন্দির। বালিগঞ্জের সত্যভামা স্কুলে ভোট দিলেন জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র, জয়শ্রী সরকার, মানেকা সরকার এবং মৌবনী সরকার। ভোট দিয়ে বেড়িয়ে ম্যাজিক দেখালেন জুনিয়র সরকার।

লাঠি : শুধু লাঠি উচিঁয়ে ভোট দুষ্কৃতি দমন নয়, সাহায্যের লাঠি হয়ে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় বাহিনী।

পঞ্চচূলীর মুখোমুখি

সুকুমার মণ্ডল

ডিসেম্বরের প্রথম শনিবারের সকাল। ঝলমলে রোদে দু-পাশের পাহাড়ের রঙ ক্রমশঃ উজ্জ্বল সবুজ হচ্ছে। কলকাতায় এমন গাঢ় নীল শেষ কবে যে দেখেছি! লালকূয়াঁ থেকে সকাল ৯টা নাগাদ রওয়ানা হয়েছি আমাদের বহু-চেনা অমিত-জীর ইনোভায় সওয়ার হয়ে, এবারের যাত্রা সঙ্গী আরও ৪ বন্ধু ও তাঁদের পরিবার। গন্তব্য প্রায় ৩০০ কিমি দূরের মুন্সীয়ারী, পাহাড়ী পথে একদিনে যা পাড়ি দেওয়া বেশ ক্লেশকর। আমরা আগেভাগেই ভ্রমণসূচীতে রাত্রিবাসের জন্য জাগেশ্বর অথবা আলমোড়াকে ভেবে রেখেছিলাম। বেলা প্রায় দু-টো নাগাদ শিবতীর্থ জাগেশ্বরে পৌঁছালাম। বিশাল বিশাল দেওদার গাছে ঘেরা জাগেশ্বরে তখনই যেন সন্ধ্যা নামার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘন দেওদারের উপস্থিতির কারণে সূর্য আড়ালে চলে গেছেন, বাতাসে তীব্র শীতের কামড়। সপ্তম শতক থেকে চতুর্দ্দশ শতকে নির্মিত ছোট-বড় একগুচ্ছ মন্দির একটি প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কাছাকাছি আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। রয়েছে একটি ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালা। মিউজিয়ামটির গুরুত্ব অপরিসীম। কাছেই কুমায়ুন মণ্ডল নিগমের পান্থশালা। তবে তখনও দিবালোক রয়েছে দেখে স্থির হল মুন্সীয়ারীর দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে রাতের আস্তানা নেওয়া হবে। প্রায় ৩০ কিমি দূরে যৌলাচিনায় একটি প্রায়-সদ্য তৈরি হোম-স্টে ধাঁচের গেস্ট হাউসে আমরা যখন পৌঁছালাম পশ্চিমে তখন সূর্যদেব অস্তাচলে নেমে যাচ্ছেন।

পরদিন দুপুর ১২টা নাগাদ চৌকরী পৌঁছে গেলাম। এখানেও কেএমভিএন-এর চোখ-জুড়ানো অতিথি নিবাস। ট্যুরিস্ট লজের কম্পাউণ্ড থেকে ত্রিশূল-নন্দাঘুন্টি সহ বরফ-চূড়ার অপরূপ দৃশ্য আমাদের বাক-রহিত করে দিল। আজও আকাশে তিলমাত্র মেঘ নেই। নীল আকাশের গায়ে বরফ-চূড়াগুলির অপরূপ কারুকাজ। আমরা কিছুক্ষণ এখানে কাটিয়ে ফের এগিয়ে চললাম। পাহাড়ী শহর 'থল' পেরিয়ে 'বিরথী' জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে গেলাম বিকাল ৪টার মধ্যে। বিরথীতেও কেএমভিএন-এর ট্যুরিস্ট

লজ। ঠিক হল আজ এখানে রাত্রিবাস করে কাল সকালে মুন্সীয়ারী পৌঁছাবো। মুন্সীয়ারী এখান থেকে মাত্র ৩৫ কিমি দূরে কিন্তু পথ বেশ কঠিন। এই যাত্রাপথের সর্বোচ্চ অংশ প্রায় ১০ হাজার ফুটেরও কিছু বেশি কালামুণি টপ, হনুমান টপ ও খালিয়া টপের পথ ছুঁয়ে যেতে হয়।

বিরথী থেকে পরদিন সকাল ৯টায় রওয়ানা হলাম। আবহাওয়া আজও আমাদের অফুরান সাহায্য করে চলেছে। পরিষ্কার আকাশে রোদ ঝলসাচ্ছে। কালামুণি টপে পৌঁছানো মাত্র পঞ্চচূলী পাহাড়-চূড়াগুলি একদম আমাদের মুখোমুখি এসে গেল। মাঝে কোনও পাহাড়ের আড়াল নেই। পঞ্চচূলীর ৫টি চূড়া ছাড়াও আরও অনেক তুষার-শৃঙ্গ গোটা পূবাকাশ জুড়ে। ছবির মত ছোট্ট এই শহরটির যাবতীয় আকর্ষণ, নাম-ডাক সব ওই পঞ্চচূলীকে ঘিরে।

কালামুনি টপে ছিমছাম কালী মন্দির ও আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা কালামুনির প্রতিমূর্তিও রয়েছে। পাশেই হনুমান টপ। আদতে সেটি সবুজ ঘাসে মোড়া ঢালু উপত্যকা। একপাল ভেড়ার দখলে সেই সবুজ ভূখণ্ড। হামলে পড়া ভ্রমণার্থীদের ছবি তোলার কাণ্ড দেখে হয়তো ওরা বুঝিবা বিব্রত, বিরক্ত। পাহাড়ের এই ঢালু ভূমি আর কিছুদিনের মধ্যেই বরফে ঢেকে যাবে। শীতে ইদানিং এখানে স্কি-র আসর বসছে। ফলে শীতকালেও মুন্সীয়ারী এখন গমগম করে।

আরও ১০ কিমি এগিয়ে খালিয়া টপে যাওয়ার সূচনা-পথ। এখানে বনদপ্তরের চেকপোস্ট। সেখানে টিকিট করে তবেই খালিয়া টপে ট্রেকিং করার অনুমতি মেলে। প্রায় ৭ কিমি পাহাড়-চূড়ার বনভূমির মধ্যে দিয়ে উত্তর দিকে খালিয়া টপ। তবে ট্রেকিং-এ অনভ্যস্তরা এখান থেকেই মনের সাধ মিটিয়ে পঞ্চচূলী দেখে নিতে পারবেন। সত্যি বলতে

কী, মুন্সীয়ারীর যে কোনও অংশ থেকেই পঞ্চচূলী স্বমহিমায় দৃশ্যমান। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যা হা-পিত্যেশ করতে হয়, তার কিছুমাত্র এখানে পেলাম না। দিবালোক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উদার, উন্মুক্ত, উজ্জ্বল ওই পঞ্চ-শিখর। পৌরাণিক কাহিনী বলছে, মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবেরা ওখান থেকে অন্তিম যাত্রা শুরু করেছিলেন। আবার কোথাও কোথাও প্রচলিত দ্রৌপদী নাকি ৫ ভাইয়ের জন্য ৫টি চুল্লীতে রান্না করেছিলেন...। কাহিনীর ঘনঘটা যাই হোক, দু-চোখ ভরে এমন দৃষ্টি-নন্দন শিখররাজী দেখার স্মৃতি বহুদিন মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে।

পিথোরাগড় জেলার প্রায় উত্তর-পূব প্রান্তের ছোট্ট শহর মুন্সীয়ারীতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার এমনকি এক টুকরো মাঠও রয়েছে। উৎসবের সময়ে মেলা বসে সেখানে। একটি আদিবাসী মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে জনৈক ভূমিপুত্রের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এখানকার আদি বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার নানা উপকরণ (বস্ত্র, শস্ত্র, বাসনপত্র ও বেশকিছু ছবি সংরক্ষিত হয়েছে। কাছেই কয়েকটি দোকান, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড় থেকে সংগৃহীত বেশকিছু ধরণের ভেষজ সামগ্রী, শস্য ইত্যাদি।

মুন্সীয়ারী শহরসীমার পূর্ব প্রান্তে মাত্র কয়েক কিমি দূরে পাহাড়ের মনোরম ঢালে নন্দা দেবীর মন্দির। ইদানিং কিছু প্রবেশ-দক্ষিণা দিয়ে ঢুকতে হয় কয়েক একর জুড়ে গড়ে ওঠা নন্দা দেবী উদ্যানে। উদ্যানের মাঝ বরাবর নন্দাদেবীর ছোট একতলা মন্দির। পাশেই লেবু গাছে বিশাল বিশাল লেবু। সকালের রোদে তাদের সবুজ রঙে হলুদের ছোঁয়া লেগেছে। ঢালু উদ্যান ক্রমশঃ আরও পূর্বে নেমে গেছে গভীর ঢালে। সেখান বয়ে চলেছে গোরী গঙ্গা। মিলাম গ্লেসিয়ার থেকেই উতপত্তি হয়েছে এই নদীর। মুন্সীয়ারী থেকে মিলাম, রালাম, নামীক গ্লেসিয়ারের ট্রেকিং যাত্রা শুরু হয়। অল্প দূরেই তির্বত ও নেপাল সীমান্ত। ১৯৬২ সাল পর্যন্তও সেই পথ দিয়ে তির্বত ও নেপালে বাণিজ্য চালু ছিল। পাইন, দেওদার, ওক, রডোড্রেনডন গাছে ঘেরা মুন্সীয়ারীতে মনাল পাখির দেখা মেলে। এছাড়াও ওয়াগটেল, রাভেন, চিল পাখীদের বাস। জঙ্গলে আছে ভালুক, চিতা, পাহাড়ী শিয়াল, মাস্ক ডিয়ার। তবে তাদের সাথে মোলাকাত ভাগ্যের ব্যাপার।

ভোরের প্রথম আলোয় পঞ্চচুলী মোহময়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু সূর্যাস্তের পঞ্চচূলী আরও অসাধারণ। অস্তগামী সূর্যের আলোয় সে তখন রক্তবর্ণ ধারণ করে। লাল-হলুদের সেই বর্ণচ্ছটায় নির্বাক করে দেয় সবাইকে। তারপর কখন যেন মিলিয়ে যায় সেই রঙের মাতামাতি। আকাশে চাঁদ থাকলে পঞ্চচূলী যেন তখন ধ্যানমগ্ন পাঁচ ঋষি।

(কি ভাবে যাবেন/ কখন যাবেন- মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মুন্সীয়ারী ভ্রমণ নিরাপদ। আজকাল শীতেও ভ্রমণ বন্ধ থাকে না তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বরফে ঢেকে যায়, ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলে তার দাপট। সেসময় পথের গম্যতা, বিজলী ও জল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বর্ষার সময়টুকু অবশ্যই এড়িয়ে চলুন। একাধিক হোম স্টে, হোটেল রয়েছে। রয়েছে কেএমভিএন-এর অতিথি নিবাস। কলকাতা-লালকূয়া সাপ্তাহিক সুপার ফাস্ট ট্রেন প্রতি শুক্রবার সকাল ৮-১৫ তে ছাড়ে। হাওড়া-কাঠগুদাম বাগ এক্সপ্রেসে যাওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করাই উচিত হবে। বরং দিল্লী থেকে রাণীক্ষেত এক্সপ্রেসে কাঠগুদাম পৌঁছানোর বিকল্প রুট শ্রেয়। লালকূয়া অথবা কাঠগুদাম স্টেশন থেকে ভাড়ার গাড়ীর বুক করে নেওয়াই ভালো হবে। হাতে বাড়তি ২-৩ দিনের সময় রাখলে ফিরতি পথে বাগেশ্বর-বৈজনাথ-কৌশানী-রাণীক্ষেত-নৈনিতাল ঘুরে নিতে পারেন। নির্ভরযোগ্য গাড়ী তথা হোটেল ইত্যাদি সব ধরণের সহায়তার জন্য অমিত মেরহোত্রার সঙ্গে (৯৪১১১৬১৯৫১) আগেভাগে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।)

...এবং সত্যজিৎ রায়

পিনাকী চৌধুরী

সাহিত্য থেকে শিল্পকলা কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণ, সবেতেই তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য, বলা ভালো, আমাদের পথপ্রদর্শক। ২ মে, ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। একদা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের এই কৃতী ছাত্র ক্রমে ক্রমে শিল্প, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এক যুগান্তকারী অবদান রাখলেন। আসলে সত্যজিৎ রায় তো শুধু একটা নাম নয়, বলা ভাল প্রতিষ্ঠান। শান্তিনিকেতনে টানা ২ বছর তিনি ফাইন আর্টস চর্চা করেন, কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন সত্যজিৎ রায় কর্মাশিয়াল আর্টেসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। আসলে সৃষ্টিশীল মানুষজন এরকমই হন! এখানে বলে রাখা ভাল যে, সত্যজিৎ রায় কিন্তু পূর্ণ চিত্রর থেকে ড্রয়িংকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কখনও তিনি একটি রেখাকে অপর একটি রেখার সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন, আবার কখনও ২ টি রেখার বিস্ফোরণ ঘটাতেন! আসলে শিল্প ব্যাপারটাই ছিল সত্যজিৎ রায়ের মজ্জাগত। গ্রাফিক্স শিল্পের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা চলতে থাকল এবং সেই সাথে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করতে থাকলেন। প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায় কিন্তু একসময় পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সেটা সাময়িক। শান্তিনিকেতনের মনোরম পরিবেশ ও সঙ্গে নন্দলালের দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ সত্যজিৎ রায়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আসলে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পভাবনার বীজ পোঁতা ছিল গ্রাম বাংলার মাটিতেই! গ্রামীণ মেঠোপথ, বাউল গান তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু কি তাই? সাহিত্য ও বই প্রকাশনার জগতে অতীতের একসময় দিলীপকুমার গুপ্ত ও সত্যজিৎ রায়ের যুগলবন্দী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বস্তুতঃ এই দুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা বই প্রকাশনার জগতে যেন এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। বলা ভালো বাংলা বই প্রকাশনা কিছুটা হলেও সাবালক হল। তবে সত্যজিৎ রায় কিন্তু রঙিন ডিজাইনের থেকেও সাদা কালোর মনোক্রম মাধ্যমকে বেশি পছন্দ করতেন। কভার ডিজাইনের ক্রেত্রেও তিনি ছিলেন যেন মুক্তি পথের অগ্রদূত! পুরানো পুঁথির হরফমালা অথবা কালীঘাটের পটের মোটিফ, সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। শিল্প ব্যাপারটাই যেন সত্যজিৎ রায়ের ভিতর থেকে এসেছিল এবং পরবর্তী সময়ে যা কিনা প্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে গ্রাফিক্স শিল্পের এক যোগসূত্র স্থাপন করে এই দুয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বরেণ্য এই শিল্পী সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র সেইসব সহজ সরল অনাড়ম্বর দৃশ্যগুলো আজও যেন আমাদের মনে অনুরণন সৃষ্টি করে। আর পথের পাঁচালী সংস্করণের জন্য তিনি সাদা কালোয় নির্মাণ করেছিলেন অ-সা-ধা-র-ণ লিনোকাট, যা কিনা যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন! বাস্তবে মেধা ও মননের সমন্বয়ে সত্যজিৎ রায় আকাশকে ছুঁয়েছিলেন। বরেণ্য এই মানুষটির সৃষ্টিগুলো আজও কিন্তু অমলিন, আজও কিন্তু খুবই প্রাসঙ্গিক।

পুস্তক সমালোচনা

ক্ষত–(দত্তা রায়ের প্রথম কবিতার বই। প্রকাশক– পরিমল পুরকাইত, দঃ২৪ পরগনা, মূল্য– ১০০ টাকা) এই সময়ের বিবিধ সামাজিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয় লেখকের মনে গভীর দাগ কেটেছে। কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে সেই আশঙ্কা ও উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। সম্মুখে আদর্শের স্টপেজ/ ভূয়ো রাস্তাতে চলেছি (ঠিকানা), ইঁদুরে কাটছে বিবেক/ ঘুন ধরে গেছে মানবতাবাদে (উপহার), আজ না হয় কাল, পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যালে(প্রশ্ন) ইত্যাদি কবিতায় লেখকের উদ্বেগ আমাদের মনেও কখন যেন সঞ্চারিত হয়ে যায়। কবিতা নির্মাণ ও শব্দ–চয়নে কিছু কিছু খামতি, আগামীদিনে আর পরিণত হয়ে উঠবে এমন আশা রাখাই যেতে পারে। ছাপা ও বইটির নির্মাণ যথাযথ।

মধ্যবিন্দু উত্তাল (বিধানচন্দ্র হালদার–এর কাব্যগ্রন্থ, লীনা পাবলিকেশন, কলকাতা–৪/ মূল্য– ১০০ টাকা)– কবির দশম কাব্য গ্রন্থ। এ সময়ের বহু পত্র–পত্রিকায় কবির নিয়মিত উপস্থিতি দেখা যায়। মানবতাবাদী কবির নিরলস কলম চলছে সব রকমের বঞ্চনা ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। মোট ৫৮ টি সুনির্বাচিত কবিতা রয়েছে এই সংকলনে। আত্মসমীক্ষা, কবিতা তুমি কোথায়, ক্লান্ত আকাশ, কবিতা হোক না হোক, এসো হাত ধরো ইত্যাদি উজ্জ্বল কবিতাগুলি মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। ছাপা ও বিন্যাস অত্যন্ত পরিপাটি।

অণুগল্প সমগ্র (বিধানচন্দ্র হালদার–এর অণু গল্পের সংকলন, অন্নপূর্ণা পাবলিশার্স, কলকাতা–৯/ মূল্য– ২০০ টাকা) বিধানচন্দ্র কাব্য ও গদ্য সাহিত্য দুদিকেই সমান দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। একাধিক কবিতার/ ছড়া বই ছাড়াও গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাসের রচয়িতা। এই প্রথম অণুগল্প সংকলনের প্রয়াস। গল্পগুলি বেশ কয়েকটি দাগ কাটে। বিস্মৃতি, পাঁচিল, বিবাহ বার্ষিকী, অভিমান এমনই কয়েকটি উদাহরণ। বইটির প্রচ্ছদ ও ছাপা নজর কাড়ে।

কাব্য কঙ্কনা (কামাক্ষ্যারঞ্জন দাস–এর কাব্য সংকলন, সাহিত্য রংবেরং পাবলিকেশন, কলকাতা–৩৫, মূল্য– ২০০ টাঃ) কবির এটি চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। কবির চোখে মমতা মাখা। জীবনের চলার পথে বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের নিয়েও লিখেছেন। প্রকৃতি–কে উদ্দেশ্য করেও রয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতা। শতাধিক কবিতা রয়েছে বইটিতে। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

আমায় বয়ে নিয়ে যায় কবিতার প্লাবন

বিধান সাহা : কবি প্রসূন কাঞ্জিলালের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'জঙ্গম'। ৩৫টি কবিতার পাশাপাশি দুটি ইংরেজি কবিতা এবং ১৮টি অণুকবিতা এই কাব্যগ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে। অল্প কথায় গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছেন ভগীরথ মিশ্র। তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ অন্য শৈলিতে রচিত এই গ্রন্থের কবিতাগুলি আশা করি পাঠককুলের সমাদর লাভ করবে। আরও অল্প কথায় গোরাচাঁদ পাতর প্রকাশকের কলমে রচনাটিতে কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রত্যেকটি কবিতার আত্মা আলোকিত হয়েছে এক অপূর্ব হৈমন্তী বিকেলের নরম আলোয়।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'জঙ্গম'। ১৯ পংক্তির কবিতাটিতে পথ এবং চলার সুর ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সর্বশেষে কবির প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে স্পষ্ট উচ্চারণে– 'প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব না চেয়ে/ হবো বোহেমিয়ান। / পথই হোক পথের পাথেয়।।'

গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'এসো দুঃখ,আদর করি'। সমগ্র কবিতার আবহে ইচ্ছে করে ভাবনাটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাইতো শেষ পংক্তিতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে কবি বলে ওঠেন, 'ভীষণ রকম, ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে'।

মিল মিশ কবিতার শেষেও কবির মনের ইচ্ছে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, 'তোমায় ভাবি রাখব সুখে/ তাতেও খরচ অল্প না।/ অসুখী হলেও বিনোদন চাই/ মিলে মিশে যাবে কল্পনা। আবার অপেক্ষা কবিতার শেষেও অন্তরের ইচ্ছে ধরা পড়েছে, হে প্রেম, চাই উত্তালে, নিষ্করুণ শুচিতায়,/ হে আয়ুষ্মতী, চাই পূর্ণ সত্যে, অবাস্তবে।'

'আসছি', 'তোমাকে', 'বন্যস্রোত', 'বরন্তি', 'চন্দ্রিল', 'তৃষ্ণা', 'কাদামাটি', 'এই যে কবি', 'আপনি'–কবিতাগুলি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে অনুরণন তোলে।

কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'পরিণত পরিণতি'। নাতি দীর্ঘ কবিতাটিতে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে পরিণতির স্তরে পৌঁছনোর আভাস ফুটে ওঠে। সর্বশেষে কবি সহজেই বলতে পেরেছেন, 'মনের জমিনে পলিমাটি স্তর,/ আমি বিমূর্ত আবেগের/মূর্তি গড়ে রাখি।'

'আমার এতোটাই আলো চাই,/ সবটুকু ভালো চাই। কিংবা চোখে তার ভোরের আলো/ যেন ফটিক জল/ মনের মাঝে পাথর হয়ে/ নিজেই টলমল।'–এই ধরণের পংক্তি অণুকবিতার অবয়বে ধরা পড়েছে। প্রতিটি অণুকবিতাই সুনির্বাচিত। কোন শীর্ষ নাম নেই। তবে আলাদা করে জাত চিনিয়েছেন কবি।

কাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে কবির আত্মকথন। সহজ সরল আটপৌরে শব্দেই কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছেন। সুদীর্ঘ বক্তব্যে নয়, অল্প কথাতেই মনের গভীরতার বাণীকে পাঠকের দরবারে

পেশ করেছেন। তাইতো প্রতিটি কবিতাই পাঠককে ভাবায়।

অভিরূপ শর্মা চৌধুরীর(ঋক) রঙিন প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

প্রকাশক ঃ পরিতোষ ঘোষ, শিবতলা, স্ট্রিট নং –৯ , আরা কালিনগর, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান –৭১২২১২, মূল্য –১২৫ টাকা।

অঙ্ক দুর্বলতা কাটানোর পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিটাল যুগে রমরমিয়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধ। ৩০ এপ্রিল চিনপাই উচ্চ বিদ্যালয়ে সাইবার সচেতনতা এবং অঙ্ক দুর্বলতা কাটাতে পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরীক্ষার জেলার কো–অর্ডিনেটার তথা চিনপাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎকুমার মজুমদার বলেন, 'অঙ্ক বিষয়ে ভীতি কাটানোর জন্য কলকাতা থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয়। চিনপাই কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, আল–আমিন মিশন থেকে ২০০জন পরীক্ষা দিয়েছিল। গোটা বীরভূম জেলা থেকে ১০০০জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। অঙ্ক ভীতি কাটানোই মূল

উদদেশ্য। ভবিষ্যতে কম্প্রোপিটিভ পরীক্ষায় সুবিধা হবে। অঙ্ক দুর্বলতা কাটানোর পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৪ অক্টোবর পরীক্ষা হবে।'

স্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরের তীব্র দাবদাহ এবং বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রক্তদান শিবির তুলনামূলক ভাবে অনেক কম হচ্ছে। অথচ রক্তের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ব্লাড ব্যাংক এর চাহিদা অনুযায়ী, রক্তের ঘাটতি মেটানোর জন্য, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী, মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের জোগান দিতে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্যোগে একটি রক্তদানের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

রক্তদান শিবিরে ব্লাড সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ সহ অন্যান্য ৪ জন ডাক্তারবাবু, হাসপাতালের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের এর বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সামাজিক দায়বদ্ধতা, কর্তব্য পালনের পরিচয় দিলেন। উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সোমনাথ নন্দী। শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা বড়জোড়া ব্লাড সেন্টারের সূর্য ভট্টাচার্য জানান, রক্তদান শিবিরে মোট ৩৬ জন রক্তদান করলেন। এর মধ্যে মহিলা ৭ জন। প্রচন্ড গরমে এবং এই চরম রক্ত সংকটময় মুহূর্তে স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ব্লাড সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রতিটি রক্তদাতাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খড়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিল্পকলাকে সামু নিজস্ব আঙ্গিকে জন্ম দিয়েছে

অভিজিৎ সিং

তখন সবেমাত্র বান্ধব সমিতির মাধ্যমে বড়জোড়াতে শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা মহাসমারোহে চলছে। গ্রামীণ বড়জোড়া মানুষের কাছে বান্ধব সমিতি ক্লাব ও গ্রন্থাগার ষাটের দশকের শিক্ষিত মানুষের বই পড়া থেকে সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতি মফস্বলের আলপদ ধরে গ্রামীণ রাঙ্গামাটির পথে চলতে শুরু করেছে। এমনি সময় এই মহাযজ্ঞের পিঠস্থানে এসে দাঁড়াবে শিল্পীর চিত্রালয়। হঠাৎ করে ঘটে গেল বড়জোড়ার সংস্কৃতি মানচিত্রে এক নতুন মাত্রা। যার পরশে ধন্য হবে বড়জোড়ার মাটি নতুন প্রজন্মের হাতে উঠে আসবে রং তুলি। বান্ধব সমিতিতে সরস্বতী পূজার প্যান্ডেলকে কেন্দ্র করে এলো রং তুলি আর ঝোলা কাঁধে ছিপ ছিপে রোগা পাতলা ঢিলেঢালাপাজামা–পাঞ্জাবিপরাবছর ত্রিশের এক যুবক।

শুরু হলো নান্দনিক মহাযজ্ঞ, সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হল সামু তথা সমরেন্দ্রনাথ মিশ্রের প্রথম খড়ের কাজ। খড়ের বুক চিরে সোনালী হলুদ মেটে রং–কে খুঁজে বের করে তৈরি হল খড়ের সরস্বতী প্রতিমা ও নানা অলংকারে সজ্জিত খড়ের প্যান্ডেল। ব্যস এবার থামায়কে এক নান্দনিক উন্মাদনা নেশা চেপে ধরল শিল্পী সামুকে, একের পর এক তৈরি হলো রং তুলির বদলে প্রাকৃতিক খড়ের বুক চিরে ভিন্ন এক শিল্পশৈলীর শিল্প কলা।

এ হেন শিল্পকলা, সমরেন্দ্রনাথের নিজস্ব আঙ্গিকে নিজস্ব কলা বিজ্ঞানের বহু দিনের গবেষণার ফলে ওঠে আসা, মাটির ঘ্রাণে বাংলার পাড়া গেঁয়ে গ্রামাঞ্চলে ফেলে দেওয়া অবাঞ্ছিত খড়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিল্পকলা। এই শিল্পকলা কে শিল্পী সামু নিজস্ব আঙ্গিকে জন্ম দিয়েছে।

যা দেখে চারণ কবি অরুণ চক্রবর্তী লিখেছিলেন:–

''খড়ের বুকে লুকিয়ে ছিল
অধরা যে লাবণ্য
তারই হাসি ফুটিয়ে দিয়ে শিল্পী সামু ধন্য''

এরপর নিয়মিত বান্ধব সমিতির কক্ষে বসতে লাগলো শিল্পী সামুর সাধন ক্ষেত্র, রং তুলির সাহচর্যে বড়জোড়ার নতুন শিল্পীদের হাত পাকতে শুরু করল। বড়জোড়া হয়ে উঠল একটু একটু করে শিল্প কলা পুণ্যের চর্চা ক্ষেত্র। আজ যারা বড়জোড়ার বুকে বসে আঁকা প্রতিযোগিতার বিচারকের আসনে তারাই একদিন সহজ সরল শিল্পী সামুর সাহচর্যে একটু একটু করে রং তুলির ভাবাবেগে তৈরি হয়ে উঠেছিল। আজ অতি আধুনিক জেনারেশনে আমরা আমাদের বাচ্চাদের ছবি আঁকতে দিয়ে, রং তুলির প্রাচুর্যে বাচ্চাদের ছেলেবেলাকে ব্যস্ত রাখি।আবার একদিন সমস্ত পাঠ প্রক্রিয়া না করিয়েই, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা রীতির ভয় দেখিয়ে হঠাৎ করে আমরা অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের হাত থেকে রং তুলি ছিনিয়ে নিই। এখন আঁকা শিল্পকলা রীতি শিক্ষা বর্তমানে একটা ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।শিল্পী নয় আমরা চাই চাকুরীজীবী সন্তান। এক সর্ব নেশা ভবিতব্য আমরাই রচনা করে ফেলেছি, বর্তমান সময়ে ছেলেদের শিল্পী সাধকে অনীহা, কিন্তু তবুও জন্ম হয়শিল্পীর শিল্পের। বর্তমান সময়ে তবুওএকজন কিংবা দুজন জেদী ছেলেরপ্রচেষ্টায়আজ আঁকা শিল্পটুকু বেঁচে রয়েছে। এই জেদি ছেলেগুলোর মধ্যে অবশ্যই সমরেন্দ্রনাথ মিশ্রই হয়তো ছিল একজন।বাবা মার বিরোধিতা সত্ত্বেওরং তুলি অদম্য জেদ শিল্পী সাধক সামুকে শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। এখন সে একজন জেদি বুড়ো, নিত্য নতুন শৈল্পিক ভাবনায় ডুবে থাকা জেদি শিল্পী। বাল্যকাল থেকে রং তুলি নিয়ে খেলতে খেলতে কখন যে যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছে তা নিজেরই অজানা। আসলে শিল্পী যখন সাধক হয়ে ওঠে তখন সে বুড়ো হয় না বারবার বয়স তার কমতে থাকে। নতুন শিল্প রীতির ভাবনাতে ডুবে সে যেন যৌবনের প্রাণবন্ত হেমন্ত কাটিয়ে বসন্তের ফুল ফোটার অপেক্ষায়।

বিড়িতে টান দিতে দিতে শিল্পী অমরেন্দ্রনাথ যখন কেশে উঠে, তখন মাঝেমধ্যে আমি রসিকতা করে বলে ফেলেছিলাম বুড়ো তোমার বয়স হয়েছে। তখন কাশি থামলে এক গাল হেসে আমাকে বলে উঠে,'কে বলে রে আমার বয়স হয়েছে।' তোর মেয়েকে তুলি ধরিয়ে আরো কত নতুন কি সৃষ্টি করব তা তুই ভাবতেও পারবি না। বার্ধক্য আমারশিল্পীসত্ত্বাকে ছুঁতেই পারবে না।সত্যি শিল্পী সমরেন্দ্রনাথের এই কথাতে অভিভূত হয়ে যাই, কি অদম্য ইচ্ছাশক্তি চোখে তার–হাত রঙের রামধনু। ঝোলা ব্যাগে কয়েকটা সিলেট কাটিং, সোনালী রঙের এক টুকরো খড়, সাবানের উপর খোদাই করা যামিনী রায়ের পটচিত্র, কথা শেষ হয় না, ভাঁড়ে চা খেতে খেতে নীরবে প্রার্থনা জানাই, ভগবান এই জীবন তো ভাস্কর্যের যেন মৃত্যু না হয়। নতুন শিশুরা দেখে যাক বাঁকুড়ার রত্ন ভাস্কর্য শিল্পী সমরেন্দ্র মিশ্রকে।

এবার আসি শিল্পী সমরেন্দ্রনাথের আরেক দিনের কথায়।আজ থেকে প্রায় তিরিশ–বত্রিশ বছর আগেরসময়টা ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতের বাতাস হু হু করে বইছে। এখানে বলবো বাঁকুড়া জেলার আর এক শিল্পী সাধকের পিঠস্থানের কথা, হ্যাঁ বলতে চাইছি উৎপল চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত ছান্দার গ্রামের ''অভিব্যক্তি''–রকথা। বিলুপ্ত রাজধানী তখন রচিত হয়নি, অভিব্যক্তির গোলা ঘরে সিলেট কাটিং –এর কাজ চলছে, নতুন নতুন শিল্পীরা সেখানে এসে শিল্প সাধনায় মত্ত হয়ে কাজ শিখছে। বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে, সন্ধ্যার আকাশ পৃথিবী নিজেই সাজিয়ে তুলেছে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে। শিল্পচর্চার আবহে কখন যে রাত্রি নেমেছে তাতে কারো খেয়াল নেই। বাড়ির জন্য হঠাৎ মন কেমন করে ওঠা শিল্পীর বয়স তখন প্রায় বাইশ–তেইশ হবে। শিল্পী সামুর স্নেহের কন্যা শিল্পীর তখন জন্ম হয় নি। সৃষ্টির নিশা পাগল শিল্পী সমরেন্দ্রনাথ তখন অবিবাহিত, বাড়িতে তখন তাঁর এক–দেড় বছরের একটি ফুটফুটেভাইপো। চা খাবার জন্য দুধের প্যাকেট আনা হয়েছে সেই প্যাকেটে একটি ফুটফুটে শিশুর ছবি, এই ছবি দেখে হঠাৎ শিল্পী সামুর মনে পড়ে যায় তার ভাইপোকে। মনে ওঠে বাড়ি ফেরার ডাক।

রাত তখন ১০টা বাজে, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এবার বাড়ি ফেরার পালা। ছাঁন্দার বৃন্দাবনপুর এসব গ্রামের বুক চিরে সোনামুখী যাবার যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা সেকালে এক থেকে দুটি।

শিল্পী সামুর সাথে সেদিন ছিল আর এক সাধক সন্ধানী শিল্পী বৃন্দাবন কর, যিনি কেবল শিল্পের টানে আর বাড়ি যায় না। শিক্ষক–শিক্ষার্থী হয়ে শিক্ষা নিয়ে থেকে গিয়েছিল উৎপল চক্রবর্তীর অভিব্যক্তিতে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পধারাকে না ধরে সে চেয়েছিল তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে, তাই একদিন হঠাৎই করে অভিব্যক্তি ছেড়ে কোথায় যেন হঠাৎ করে সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বহুদিন পর একদিন শিল্পী সামুর চোখে পড়েছিল বোলপুরের একটি আশ্রমের বটগাছের নিচে স্মৃতি সমাধি মন্দিরের গাত্রে লেখা ছিল বৃন্দাবন কর।

গল্প কথার মাঝে কেনই বা বৃন্দাবন কর এসে পড়ল, সে কথা না বললে পাঠকের বড় রাগ হবে, আসলে বৃন্দাবন কর শিল্পী সামুর একজন প্রিয় বন্ধুও ছিল বটে। অভিব্যক্তিতে উৎপলচক্রবর্তীর পরে যদি কেউ প্রিয় ছিল শিল্পী সামুর, সেই মানুষটাই ছিল বৃন্দাবন কর। আসলে কিছু চরিত্র আমাদের জীবনে মুহূর্তের মধ্যে আসে আবার মুহূর্তের মধ্যেই হারিয়ে যায়। তারা আসে অপরকে পথ নির্দেশক হিসেবে সেইটুকুই তাদের অভিনয় তারপর তাদের হারিয়ে যেতে হয় ঠিক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথের মত।

সেদিনের রাত্রিতে অভিব্যক্তি থেকে অন্যান্যদের সাথে বৃন্দাবন করকে বিদায় জানিয়ে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে শিল্পী সামু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলকে বাহন করে। সন্ধ্যার বেলিয়াতোড় জামবেদিয়া তারপর মালিয়াড়া, কতটা পথ গভীর রাত্রিতে সাইকেল চালিয়ে শিল্পীর পথ চলা। ততক্ষণে আকাশের চাঁদ নিয়েছে শিল্পীর ভাবনার রং, মাঝে মাঝে আকাশের চাঁদকে নিজের ইজেলের ক্যানভাসে ধরতে চেয়ে মনের মধ্যে রং খুঁজতে খুঁজতে সাইকেলের চাকা চলতে থাকে।রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামগুলি দেখে মনে হয়, গাছের ছায়ার নিচে মাটির দোচালা ঘরগুলিতে অন্ধকারের সুন্দর কালো রং, আঁধারেতেও স্পষ্টগাঢ় রঙের গ্রামগুলি কত জীবন্ত। এমনই প্রাকৃতিক জীবন্ত ছবি শিল্পী সামু আঁকতে চেয়েছেআজীবন। চোখ দিয়ে রাত্রি সমস্ত রং চুষে নিয়ে জমিয়ে রাখে ভাবনার ক্যানভাসে। কত কোথায় না ভাবতে ভাবতে সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে চলতে থাকে আর মনে সিলেট কাটিং এর নেশাটা আরো চেপেবসে।সরু সরু বাটালিতে শিল্পী সামুর ছোঁয়ায় জীবন তো হবে জয়দেবের 'রাধার বিনোদ', যামিনী রায়ের 'গণেশ মাতৃকা দুর্গা', সহজ পাঠের 'ছোট খোকা' বলে অ আ শিখেনি সে কথা কওয়া। এই সমস্ত কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সাইকেল থেমে যায়, বেলিয়াতোড় পেরিয়ে এসে ফুলবেড়িয়ার তিন মাইলের জঙ্গলের মধ্যে। আঁতকে উঠে শিল্পী সামু, বুকটা দুরু দুরু করে উঠে, কয়েকজন লম্বা চওড়া গোছের লোক হাতে লাঠি ভোজালি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে।হাড়হিম করা ডাকাত দলের হুংকারে সামু স্তব্ধ হয়ে যায়, কি আছে বের কর। এদিকে শিল্পী শামু আমতা আমতা হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাকাতদলকে জানিয়ে দেয়, 'তাঁর কাছে তাঁর মূল্যবান প্রাণ ছাড়া আর কিছুই নেই কিন্তু প্রাণের বিনিময়েঝোলা ব্যাগদেওয়া যাবে না।'কিন্তু ডাকাতদল ছাড়ার পাত্র নয়। শিল্পীসামুর পণ– এই ব্যাগেই আছেপ্রথম শিল্প প্রতিভার অমরত্ব যা কোনোভাবেই ডাকাতদের হস্তাগত করা যাবে না। শেষমেষ শিল্পীসামুরঝোলা ব্যাগ ডাকাতদের মধ্যে একজন ছিনিয়ে নেয় কিন্তু কিছুই পায় না, হঠাৎ অন্ধকারে ডাকাতের দল চেঁচিয়ে ওঠে 'জয় মা কালী' বলে। শিল্পী সামু তাকিয়ে থাকে, ডাকাতের দল বলে ওঠে, 'ব্যাটা কালির সাধক বটে।' এতক্ষণে শিল্পী সামু বুঝতে পারে ব্যাপার খানা, ডাকাতের দল অন্ধকার রাত্রিতে টর্চ লাইটের আলোয় ঝোলা ব্যাগ থেকে একটি সিলেট কাটিং–এর নকশা ও একটি কালো কয়লা ওপর খোদাই করা একটি ছোট্ট কালীমূর্তি পায়। 'জয় মা কালী' বলে কালীমূর্তির দিকে ডাকাতরা সবাই মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে শিল্পী সামুর ঝোলা ব্যাগসহ কালীমূর্তিটি ফিরিয়ে দেয়। ডাকাতদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, তুই শিল্পী তা তুই আগেই বলেছিস কিন্তু তুই যে কালী মায়ের সন্তান তার আগেভাগে জানাতে পারিস নে। শিল্পী সামু কালী মূর্তিটিকে মাথায় ঠেকিয়ে 'জয় মা কালী' বলে প্রণাম করে ঝোলাতে ঢুকিয়ে সাইকেলের প্যানেলে চাপ দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে। সে যাত্রায় ক্ষণিকের মধ্যে সামু কালী সাধক হওয়ার দরুণ শিল্পী সাধক সামুর প্রাণ বাঁচলো। সেদিনের পর থেকে সেই কয়লা খোদাই করা কালী মূর্তিটিকে আর সঙ্গ ছাড়া করেননি শিল্পী সাধক সামু। শিল্পী সাধনার সাধনতন্ত্রে কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ। আজও শিল্পী সাধক সামুদা তার সাধন ক্ষেত্র মালিয়াড়ার যামিনী রামকিঙ্কর কলা মন্দিরে তপস্যা করছে। সৃষ্টি করছে নতুন শিল্পকলা রীতির, ক্রমাগত জন্ম ঘটিয়ে চলেছে নবাগত শিল্পীদের।

আতশ কাচে

লোগো উন্মোচন

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ লোগো উন্মোচন করেছেন। শুটিংয়ে ভারতীয়দের দীর্ঘ সাড়ে সাত দশকের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে লোগোটিতে। এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, আগামী দশ বছরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দশটি দেশের মধ্যে একটি হয়ে উঠবে।

চিনে ভারত

চিনে আসন্ন মহিলাদের অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপ ফুটবলের জন্য ২৩ সদস্যর ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। ২১ বছর পর ভারত এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলবে। গ্রুপ বি, তে ভারতের সঙ্গে আছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, এবং লেবানন। তিন গ্রুপের সেরা দুই দল ও তিনটি গ্রুপের তৃতীয় স্থানাধিকারী দুই সেরা দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী চার সেরা দল ফিফা অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

ইস্টবেঙ্গলের জয়

ইস্টবেঙ্গল মাঠে ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ৩–১ গোলে শ্রীভুমি এফ সি, কে হারিয়ে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের ফজিলা ইকবাপুট হ্যাটট্রিক করেছেন। শ্রীভূমির পক্ষে একমাত্র গোলটি করেছেন রিম্পা হালদার।

ম্যারাথনে রেকর্ড

সেবাস্তিয়ান সাওয়ে লন্ডন ম্যারাথনে প্রথম দৌড়বিদ হিসেবে ২ ঘণ্টার কম সময়ে দৌড় শেষ করে ইতিহাস গড়েছেন। ৩১ বছর বয়সী কেনিয়ার এই খেলোয়াড় ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে জয়ী হয়েছেন। এর আগের রেকর্ডটি ছিল কেলভিন কিপটামের দখলে। তিনি ২ ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছিলেন। ম্যারাথনে অভিষেককারী ইয়োমেফ কেজেলচা ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে রানার–আপ হয়েছেন।

মহমেডানের ড্র

হায়দরাবাদের গাছিবোলি ষ্টেডিয়ামে আইএসএল ফুটবলে মহমেডান স্পোর্টিং ড্র করেছে। স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে ২–২ গোলে শেষ হয়। মহমেডান স্পোর্টিং–এর এডিসন সিং ও হীরা মণ্ডল এবং স্পোর্টিং দিল্লির মাতিজা ব্যাবোভিক দুটি গোল করেছেন। মহামেডান স্পোর্টিং ১০ ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার সর্ব শেষ ১৪ তম স্থানে রইল।

ইতালির 'না'

আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে ইরান যদি দল না পাঠায় তবে তাদের বদলি হিসেবে খেলা নিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি পাওলো জাম্পল্লির পরামর্শের পর সেই ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি ইতালি। ইতালির ক্রীড়া মন্ত্রী আন্দ্রিয়া আবোদি বলেছেন, এই পদক্ষেপ অসম্ভব শুধু নয় তা অনুপযুক্ত। অন্যদিকে, ইতালির অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লুসিয়ানো বুয়নফিগলিয়ো বলেছেন, বিশ্বকাপে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্যক।

অবনমন

প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে গতরাতে ওয়েস্ট হ্যাম ও ক্রিস্টাল প্যালেসের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ায় পরই নিশ্চিত হয়ে যায় উলভারহ্যাম্পটনের অবনমন। পাঁচ ম্যাচ বাকি থাকতেই নেমে যেতে হলো ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের ক্লাবটিকে।

প্রয়াত তারকা

প্রয়াত অলিম্পিক পদকজয়ী হকি তারকা গরুবক্স সিং গ্রেওয়াল। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হয়েছেন বলে খবর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। জানা গিয়েছে, শুক্রবার চণ্ডীগড়ের জিরাকপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো সিটি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল ভারত।

দিল্লির ১৩ রানে ৬ উইকেটের লজ্জা!

সুমনা মণ্ডল: দিল্লির ঘরের মাঠে একদিকে বিরাট কোহলির ঐতিহাসিক ৯ হাজার রান, অন্যদিকে দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিং বিপর্যয়, দুই বিপরীত ছবির সাক্ষী থাকল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম। ভয়াবহ ব্যাটিং ধস নামিয়ে দিল্লিকে মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৮১ বল বাকি থাকতেই ৯ উইকেটে জিতে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমেই ধসে পড়ে দিল্লি। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই সাহিল পরেখ শূন্য করে ফেরেন। এরপর জশ হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমারের আগুনে স্পেলে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে দিল্লি। কেএল রাহুল (১), সমীর রিজভি (০), ত্রিস্তান স্টাবস (৫), অক্ষর প্যাটেল (০), নীতীশ রানা (১) প্রথম ছয় ব্যাটারের রান যোগ করলে দাঁড়ায় মাত্র ৭!

মাত্র ২৩ বলের মধ্যে ৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় দিল্লি। পাওয়ার প্লে–তে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩ রান তোলে তারা, যা আইপিএল ইতিহাসে এই পর্যায়ে সর্বনিম্ন স্কোরের লজ্জার নজির।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল ও ডেভিড মিলার। পোড়েল ৩৩ বলে অপরাজিত ৩০ রান করেন। মিলার করেন ১৯। তবু ১৬.৩ ওভারে ৭৫ রানেই শেষ হয় দিল্লির ইনিংস। হ্যাজেলউড ১২ রানে ৪ উইকেট নেন, ভুবনেশ্বর ৫ রানে ৩ উইকেট তুলে নেন।

৭৬ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই

আত্মবিশ্বাসী ছিল বেঙ্গালুরু। জ্যাকব বেথেল ২০ রান করে ভিত গড়ে দেন। এরপর দেবদত্ত পাডিক্কল অপরাজিত ৩৪ রান করে ম্যাচ শেষ করেন। বিরাট কোহলি ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন। সপ্তম ওভারে তাঁর জোড়া ছক্কাতেই জয়ের সিলমোহর পড়ে।

এই ইনিংসেই কোহলি আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৯ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। সহজ জয়ের রাত তাই বেঙ্গালুরুর কাছে হয়ে উঠল আরও স্মরণীয়। দিল্লির কাছে রইল শুধু লজ্জা, আর কোহলির কাছে আরেকটি সোনালি অধ্যায়।

ম্যাচের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড–

* আইপিএলে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৯০০০ রান পূর্ণ করলেন বিরাট কোহলি।

* পাওয়ার প্লে–তে দিল্লির ১৩/৬, আইপিএল ইতিহাসে প্রথম ৬ ওভারে অন্যতম সর্বনিম্ন স্কোর।

* ৮১ বল বাকি থাকতে জয়, বল হাতে বাকি থাকার নিরিখে আইপিএল ইতিহাসে আরসিবির অন্যতম বড় জয়।

* দিল্লির ৭৫ অলআউট, চলতি মরশুমে তাদের সবচেয়ে খারাপ ব্যাটিং পারফরম্যান্সের একটি।

এবার গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে পাঞ্জাবকে পরাজিত করার পর গত ১৯ এপ্রিল অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে একটি গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিল সার্জিও লোবেরার মোহনবাগান। যারফলে বাকিদের পিছনে ফেলে পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে মেরিনার্সরা। বর্তমানে ৯ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট রয়েছে তাঁদের ঝুলিতে। আগামী ৯ মে পরবর্তী ম্যাচ। তার আগে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে দলের ফুটবলারদের কাছে। কাজেই সাময়িক ছুটি ছিল দলের অনুশীলনে। তারপর গত সোমবার থেকে ফের প্রস্তুতি শুরু করে গোটা দল। যেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল দলের প্রায় সকল ফুটবলারদের। তবে বিরতি থাকলেও ফিজিক্যাল ফিটনেসের দিকে নজর রেখেছিলেন

সকলেই। তারপর সপ্তাহের প্রথম দিন কোচের নির্দেশ মেনেই অনুশীলনে এসেছিলেন ফুটবলাররা। যেখানে ফিজিক্যাল ফিটনেসের পাশাপাশি স্ট্রেচিং এবং সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে নজর দিতে দেখা যায় সকলকে। তবে দলের দুই তারকা ফুটবলের তথা আলবার্তো রদ্রিগেজ এবং আপুইয়ার দিকে বিশেষ নজর ছিল সকলের।চোট সমস্যা থাকায় আসন্ন ম্যাচে আদৌ তারা মাঠে নামবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে সময়ের সাথে সাথে ম্যাচফিট হয়ে উঠছেন বাগানের এই দুই অস্ত্র। সোমবারের অনুশীলনে অধিকাংশ সময় আপুইয়া সাইট লাইনে থাকলেও তাকে নিয়ে প্রত্যাশা থাকবে সকলের। তবে গোয়া ম্যাচ যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন লোবেরা। বিশেষ করে মুম্বাই সিটি এফসির মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করার পর এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানোলোর ছেলেরা।

মিগুয়েলের নির্বাসন নিয়ে ক্ষুব্ধ লালহলুদ শীর্ষকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মিগুয়েলকে দু'ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ক্লাবকে। এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল পাঁচ নম্বরে লিগে টেবিলের। অনেক কিছুই হতে পারে আইএসএলে। এই পরিস্থিতিতে মিগুয়েলকে দুই ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করায় ফেডারেশনের উপরে ক্ষুব্ধ ইস্টবঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। তিনি বলেন, ফেডারেশন নাম বদলে এখন জরিমানা ফেডারেশন করে দেওয়াই উচিত। ফুটবল হয় না। সভাপতি–সচিবকে ফোন করে পাওয়া যায়

না। যখন সমস্যায় পড়ে তখন বিভিন্ন সময়ে ফোন আসে। তখন তাঁদের পাশে ফুটবল বাঁচাও বলে থাকতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে ভুগতে হচ্ছে লাল–হলুদকে। এই প্রেক্ষিতে দেবব্রত সরকার বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বিরুদ্ধে যে কর্মযজ্ঞ হচ্ছে, তাতে রাস্তায় নেমে ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়া উপায় নেই। এই অপদার্থ কমিটি আর না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ইস্টবেঙ্গলের এখনও পাঁচটি ম্যাচ বাকি। পয়েন্ট খোয়ানো যাবেই না। এরকম পরিস্থিতিতে মিগুয়েলের মতো দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে না পাওয়া লাল–হলুদ শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা। ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা বলেন, সব ক্লাবের খেলোয়াড়দের রেড কার্ড তুলে নেওয়ার আপিল করলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে রয়েছি, তখনই রেফারি এমন একেকটা কাজ করেন আমরা পিছিয়ে পড়ি। বেঙ্গালুরু ম্যাচে ওই ছেলেটি যে বারবার বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করছিল সেটা না শুনল রেফারি, না লাইন্সম্যান। চল্লিশ হাজার টাকা ফাইন হল এর পরেও ব্যান করা কি যুক্তিযুক্ত ছিল? আমরা এখন চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে রয়েছি, এই সময়ে এই সিদ্ধান্ত কি খুব দরকার ছিল? প্রশ্ন তোলেন দেবব্রত সরকার। কিন্তু উত্তর দেবেন কে?

বাঁকুড়ার ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩৫ বছর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুস্থ সমাজ ও আত্মরক্ষার পাঠ দিয়ে আসা নবপল্লী ইয়াং ক্যারাটে সেন্টার ২৫ এপ্রিল তার গৌরবময় পথচলার ৩৫ বছর পূর্ণ করল। এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে আয়োজিত হল, এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী ক্যারাটে প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এনওয়াইকেসির শিমলাপাল মাচাতোড়া এবং লক্ষ্মীসাগর সেন্টারেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করা হয়। সেখানেও স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানগুলিকে সফল করে তোলে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কেক কাটা ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। এরপর একে একে পরিবেশিত হয় কচিকাঁচাদের আবৃত্তি, একক ও দ্বৈত নৃত্য এবং শ্রুতি নাটক

উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও ছিল মার্শাল আর্ট প্রদর্শন। ক্যারাটে সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত কাতা প্রদর্শন ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত, যা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও দক্ষতার পরিচয় দেয়। অনুষ্ঠানের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল প্রাক্তন–বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি। পুরনো দিনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকা আবেগঘন স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করে।

প্রতিষ্ঠানের স্থপতি রেনসি সৌমেন ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এই মিলনমেলা এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর নৈশাকাশ আলোকিত করে শুরু হয় বর্ণিল আতশবাজির প্রদর্শনী। এই চোখ ধাঁধানো আতশবাজির মধ্য দিয়েই শেষ হয় ৩৫ বছরের এই আনন্দসন্ধ্যা। অসংখ্য অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিল, নবপল্লী ইয়াং ক্যারাটে সেন্টার কেবল একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, বরং একটি বড় পরিবার।

মাঠের নায়ক থেকে খাঁকি পোশাকে নায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি বনাম পাঞ্জাব ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন লুঙ্গি এনগিডি। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই তারকা ক্রিকেটারকে মাঠ থেকে হাসপাতালে গ্রিন করিডর করে ১১ মিনিটে নিয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছেন দিল্লি পুলিশের এসিপি সঞ্জয় সিং। একসময়ে তিনি ক্রিকেট খেলতেন। গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলির মতো তারকাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। সেই তিনিই দিল্লি পুলিশের এসিপি এখন। তাঁরই তৎপরতায় এনগিডির মাথার চোট বড় আকার ধারণ করেনি।

দিল্লি–পাঞ্জাব ম্যাচ চলাকালীন মিড–অফে ক্যাচ নিতে গিয়ে হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান এনগিডি। পড়ে যাওয়ার সময়ে প্রোটিয়া তারকার মাথা ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লাগে বলে আশঙ্কা করা হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সন্ধে ৬টা ১৬ মিনিটে স্টেডিয়াম থেকে অ্যাম্বুল্যান্স রওনা দেয় এবং মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ সন্ধে ৬টা ২৭ মিনিটে রাজিন্দর নগরের ম্যাক্স হাসপাতালে এনগিডিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এসিপি সঞ্জয় সিংয়ের উপস্থিত বুদ্ধির জোরেই এই ব্যস্ত রাস্তা অতিক্রম করতে মাত্র ১১ মিনিট সময় লাগে। স্টেডিয়ামেই উপস্থিত ছিল সঞ্জয় সিং। এনগিডি চোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বুঝে এসিপি সঞ্জয় সিং দায়িত্ব নেন। অ্যাম্বুল্যান্স চালক গুগল ম্যাপের রুট অনুসরণ করার কথা বলেন। সঞ্জয় সিং সেই রুট অনুসরণ করেননি। তিনি বলেন, ওই সময়ে রাস্তায় ভিড় থাকে। গুগল ম্যাপ যে রাস্তা দেখাচ্ছিল সেই রাস্তা ধরে গেলে গাড়ি জ্যামে আটকে যেতে পারত। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কিন্তু পরিষ্কার রুট নিই এবং কন্ট্রোল রুমকে জানাই।'

হাসপাতালে পৌঁছে এনগিডির প্রয়োজনীয় স্ক্যান ও পরীক্ষা করা হয়। পরে সেই রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দিল্লি ক্যাপিটালস ও আইপিএল কর্তৃপক্ষ সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সুস্থতার খবর জানায়। এনগিডি নিজেও ইনস্টাগ্রামে জানান, তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

বিশ্বকাপে হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞার নিয়ম বদলাচ্ছে ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ বিশ্বকাপে ফুটবলারদের হলুদ কার্ড পাওয়ার ফলে নিষেধাজ্ঞার নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ভাবছে ফিফা। একাধিক হলুদ কার্ড দেখায় নিষেধাজ্ঞার যে নিয়ম এত দিন ছিল, তা এবার শিথিল হতে পারে। বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা কার্ড ক্ষমার দ্বিতীয় ধাপ যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে ফুটবলারদের দেখা সব হলুদ কার্ড বাতিল হয়ে যাবে। একই নিয়ম কার্যকর হবে কোয়ার্টার ফাইনাল শেষেও। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি দলকে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হয়। এই সময়ের মধ্যে যেকোনো দুটি ম্যাচে হলুদ কার্ড পেলেই পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ হন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়।২০২৬ বিশ্বকাপে ৩২ দলের পরিবর্তে অংশগ্রহণ করছে ৪৮টি দল। ফলে নকআউট পর্বে একটি বাড়তি রাউন্ড যোগ হয়েছে। ফিফা মনে করছে, বাড়তি এই রাউন্ডের কারণে ফুটবলারদের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে। যদি বর্তমান নিয়মে কোনো পরিবর্তন না আনা হয়, তবে সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তারকা খেলোয়াড়দের হারানোর আশঙ্কা করছে ফিফা। কারণ, সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে এবার খেলোয়াড়দের ছয়টি ম্যাচ খেলতে হতে পারে।

টেবিল টেনিসে রোবটিক্স বনাম মানব খেলোয়াড়দের লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলার জগতেও ঢুকে গেলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। টেবিল টেনিসে রোবট শুধু অনুশীলনের সঙ্গী নয়, কড়া প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের টক্কর দিচ্ছে এক রোবট। এই রোবট বানিয়েছে জাপানি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সোনি। নাম দিয়েছে 'এস' । সম্প্রতি টেনিসের পেশাদার খেলোয়াড়দের হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে এই 'এস'। আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের নিয়ম মেনে পরীক্ষামূলক ম্যাচে জাতীয় স্তরের পাঁচজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজনকে পরাজিত করেছে এই রোবট। পরীক্ষামূলক এই গেম নিয়ম মেনে ১১ পয়েন্টের ম্যাচ। উপস্থিত ছিলেন রেফারিও। তবে পেশাদার শীর্ষ স্তরের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে জিততে ব্যর্থ এস।

কি এই রোবটের বিশেষত্ব?

টেবিল টেনিসে বলের গতি ৭০ কিমি/ঘণ্টা। তার সঙ্গে থাকে স্পিন, যা বলের গতিপথ বদলে দেয়। বলের গতিপথ বুঝতেই 'এস'–এ মোট বারোটি ক্যামেরা হয়েছে। এই ক্যামেরাগুলো বলের গতি, ঘূর্ণন ও অবস্থান একসঙ্গে ট্র্যাক করতে সক্ষম।

তাছাড়া আট–জয়েন্টের রোবোটিক হাত দিয়ে শট নেয় এই রোবট। ডিপ রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ের মাধ্যমে নিজে নিজেই টেনিসের বিভিন্ন কৌশলগত সার্ভ ও রিটার্ন শিখেছে। বর্তমান পরীক্ষায় প্রমাণিত, এই রোবট গড়ে পাঁচ শটের র‍্যালি খেলতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে দ্রুত রিটার্ন শট নিতেও সক্ষম 'এস'। এর আগে টেবিল টেনিস দুনিয়ায় অনুশীলনের জন্য রোবট তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দক্ষ, পেশাদার মানব খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে দেখা যায়নি কোনো রোবটকে। পাশাপাশি মানব খেলোয়াড়ের বিপক্ষে ধারাবাহিকভাবে জেতার নজিরও প্রথম। এই সাফল্যকে রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাসে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখছে বিজ্ঞানীরা

বৈভবের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল রাজস্থান রয়্যালসের। আর সেই ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। কিন্তু শেষে দল হারলেও ৫টি রেকর্ড নিজের নামে করে ফেলেছেন বৈভব।

দেখে নেওয়া যাক কী কী কীর্তি অর্জন করেছেন বৈভব–

৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম শতরানকারী ব্যাটার হওয়ার গৌরব অর্জন করছেন তিনি। এছাড়া গতকালের ম্যাচে ৩৭ বলে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেছেন ভারতের এই তারকা ক্রিকেটার। কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে মাত্র ১৫ বছর বয়সে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১,০০০ রানের মাইলফলকস্পর্শ করেছেন বৈভব।

এছাড়া সব থেকে কম ম্যাচ খেলে ৪ টি–২০ সেঞ্চুরি করেছেন বৈভব। অন্যদিকে ক্রিস গেইলের ৩০ বলের শতরানটি এখনও দ্রুততম হলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানটি এখন সূর্যবংশীর দখলে। আইপিএলের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা হাঁকানো ভারতীয় ব্যাটার হয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। রাজস্থানের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ১২টি ছয় মেরেছেন বৈভব।

৪০–এর কম বল খেলে আইপিএলে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো প্রথম ক্রিকেটার হলেন বৈভব। ২০২৫ সালে গুজরাত টাইট্যান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান করে রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। তার পর ২০২৬ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে শতরান করলেন তিনি।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com